করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১০ আষাঢ় – ১৬ আষাঢ়, ১৪২৯ ঃ ২৫ জুন – ১ জুলাই, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 35, 25 June - 1 July, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অপরাধের গতি বাড়লেও তদন্তের গতি ঢিলে ঢালা। আদালত তা

নিয়ে যে বেজায় চিন্তিত তারই প্রতিফলন ঘটল বিচারপতির রায়ে। রাজ্যের স্কুলে যত নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে তার বেশির ভাগেরই তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছিল সিবিআইয়ের হাতে। এবার তার ভার দেওয়া হল সিবিআই-এর বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) হাতে।

রবিবার : একী! সরকারি হোম নাকি প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের গুহাঘর।

পাভলভ হাসপাতালের অন্ধকার বন্ধ ঘরে বন্দি মানসিক রোগীরা। রাজ্যে যেখানে মমতার শাসন সেখানে এমন অমানবিক ব্যবস্থায় হতবাক দেশবাসী। নোংরা পরিবেশে নরক যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে ইতিমধ্যে পদবদল ঘটেছে প্রশাসনে।

সোমবার : সেনা নিয়োগে অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় লাগামহীন

গুন্ডামির ফলে ক্ষতি হয়েছে কোটি কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ। কটাক্ষ চলছে রাজনৈতিক নেতাদেরও। ভাবনা ছিল পিছবে সরকার। কিন্তু সেনার তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল অগ্নিপথ থেকে সরবে না তারা। নিয়োগ পেতে দিতে হবে মুচলেকা।

মঙ্গলবার : শিশু পড়ুয়াদের শিক্ষাতেও নিয়োগে ধরা পড়েছে ব্যাপক দুর্নীতি। অবস্থা এতটাই চরমে যে প্রাথমিক শিক্ষা

পর্ষদের সভাপতির পদ থেকে মানিক ভট্টাচার্যকে সরিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। জমা পড়া নথি জাল কিনা তা পরীক্ষা করতে পাঠানো হচ্ছে ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে।

বুধবার : শোকাতুর বাবা সিবিআই তদন্তের আবেদন জানালেও আনিস

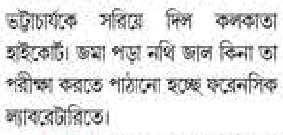

খানের মৃত্যুর রহস্যভেদ তদন্তের ভার রাজ্য পুলিশের তৈরি সিটের হাতেই রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। আনিসের বাবা সালেম খান এই রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার : ভয়াবহ ভূমিকম্পে গভীর রাতে কেঁপে উঠল নিশ্চিন্তে

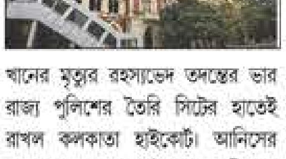

ঘুমিয়ে থাকা আফগানিস্তানের পাকটিকা প্রদেশ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.১। ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজারের উপর। জখম অন্তত দেড় হাজার। এখনও বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার : ফের ধাকধাক করে রাজ্যে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের

সংখ্যা। একদিনে আক্রান্ত ৭৪৫ জন। অথচ রাস্তা-ঘাটে, গাড়ি-ঘোড়ায় কারোরই আর কোভিড বিধি মেনে চলার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। প্রমাদ গুনছে সরকার। ফের বিধি মানার আর্জি জানানো হয়েছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভয়ে কাঁপছেন বিএলএলআরও

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক প্রশাসনিক বৈঠকগুলোতে ভূমি দফতরের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বৈঠকে ভূমি দফতরকে ঘুঘুর বাসা বলে উল্লেখ করেছেন। পুরুলিয়ার বৈঠকে নানা অভিযোগ সামনে এনে দেখিয়েছেন বিএলএলআরও অফিসে নানা কাজে কীভাবে হয়রান হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তিনি তাঁর ক্ষোভে বলেছেন বিএলএলআরও অফিসের কাজ করতে যেতে হচ্ছে দোকানে যেখানে ওঁত পেতে বসে আছে দালাল ঘুঘুরা। তারাই সব বিএলএলআরও অফিসের নিয়ন্ত্রক।

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর তুলে ধরা বিবরণের হুবহু ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুর মহকুমার অধীন মৌখালিতে অবস্থিত বিষ্ণুপুর-২ বিএলএলআরও অফিসে। সেখানেও বিএলএলআরও অফিস চত্বরের নিচে ছোট ছোট চালাঘর, দোকান যেখানে নাকি বসে আছেন ল' ক্লার্করা। অফিসে যে কেউ কোনও কাজে ঢুকলেই ওই সব চালা থেকে বেরিয়ে কেউ একজন পিছু নেবে, নজর রাখবে কে অফিসের কোথায় ঢুকছে, কার কাছে যাচ্ছে, কি কথা বলছে সব কিছু। এরা সত্যিই ল' ক্লার্ক না দালাল এদের গতিবিধি দেখে বোঝার উপায় নেই। আশ্চর্যের বিষয় কেউ যদি কোন কাজে বিএলএলআরও-র চেম্বারে ঢোকে পিছু নিয়ে সেখানেও বিনা

বিষ্ণুপুর-২ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অনুমতিতে ঢুকে পড়বে ওই সব 'দালাল'। এমনকি শুনানীর সময় ভিতরে ঢুকে হৈ-হট্টগোল বাধাবে বিএলএলআরও-র অনুমতি ছাড়াই। তুমুল বাগবিতণ্ডা শুরু হবে বিএলএলআরও এবং ল' ক্লার্করূপী দালালদের মধ্যে। মাঝখান দিয়ে বানচাল হয়ে যাবে শুনানী। হয়রান হবে মানুষ।

এমন বেশ কিছু অভিযোগের সত্যতা জানতে বিষ্ণুপুরের বিএলএলআরও সাহেবের চেম্বারের সামনে হাজির হতেই দেখা গেল ঘরে ছিটকিনি দেওয়া। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দরজা খুলল, দুজন মহিলা বেরিয়ে গেলেন। পরিচয় দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলাম দরজা বন্ধ ছিল কেন? উত্তরে বর্তমান বিএলএলআরও মোজাহিদ আলি জানালেন, 'আগে জনগণ এখানে আসতে পারত না, গেট থেকেই বের করে দেওয়া হতো। আমি প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু জনগণ কথা বলার সময় ঘরে অনেক লোক ঢুকে পড়ে।' কারা ঢুকে পড়ে? ওই আধিকারিক নাম না করে বলেন, 'এখানে এক তৃণমূলের নেতা আছেন তার মদতেই সব হচ্ছে। কিছুদিন আগে একটি পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে একটা গণ্ডোগোল হয়, অনেক লোক অফিসে চড়াও হয়। আমি খুব আতঙ্কে আছি। উপরতলায় সব জানিয়েছি। আমি এখানে পুলিশী নিরাপত্তা চাই।' তিনি আরও বলেন, 'আমি খুব চিন্তায় আছি এখানে কাজ করার উৎসাহ হরিয়ে ফেলেছি। অন্যমনস্কতার কারণে কিছুদিন আগে আমার মোবাইলটা পিক পকেট হয়ে যায়।' ভূমি দফতরের আধিকারিক এক শ্রেণির দালাল চক্রের ভয়ে নিজের দফতরের দরজায় ছিটকিনি দিয়ে মানুষের অভিযোগ শুনছেন। এমন কি তিনি নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন। এই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর সম্পর্কে নানা অভিযোগ আমাদের দফতরে এসেছে। বেশ কয়েক বছর ধরে নাকি ওই ব্লকের মুহুরি ল' ক্লার্কদের একটা চক্র অতি সক্রিয় আছে। যার নেপথ্যে আছেন ব্লক ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা জুলফিকার আলি। ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, উনি নাকি সাধারণ মানুষকে দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে দেন না। শুনানী চলাকালীন ওনার অনুগামীদের ঘরে ঢুকিয়ে দেন। প্রকৃত জমির মালিকের নামে রেকর্ড না হয়ে অন্যের নামে ভুয়ো রেকর্ড হয়ে যায়।

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই জুলফিকার আলি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'দেখুন এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। গত আট বছর ধরে আমি চেষ্টা করছি যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা পায়।' তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন বিএলএলআরও সুদীপ চন্দের সময় অনেক 'দুনম্বরী' কাজ হয়েছে। বর্তমান বিএলএলআরও সম্পর্কে তিনি বলেন, 'উনি অধিকাংশ দিন অফিসে আসেন না, মানুষের অভিযোগ শোনেন না। কাউকে গুরুত্ব দিতে চান না। আমরা কারো কাজে বাধা দিই না। এখানে শান্তিতে কাজ হচ্ছে।'

তৃণমূল নেতা ও ব্লক ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বলে পরিচিত জুলফিকার আলি প্রাক্তন যে বিএলএলআরও সুদীপ চন্দের নাম উল্লেখ করলেন তার এক কীর্তির হদিশ মিলল এই বিএলএলআরও-র অধীন সামালি মনসাতলায় অবস্থিত দীর্ঘদিনের সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির নথিপত্রে। সেখানে দেখা গেল বৈধ দলিল মোতাবেক সমিতির কেনা ১২৫৫ দাগের ৩ শতক জমি জাল দলিল মারফৎ রশিদ মোল্লার নামে রেকর্ড করে দেওয়া হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বন্ধ মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব

সুভাষ চন্দ্র দাশ: বিগত ২০২১ এর ২৯ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগরের এক প্রশাসনিক বৈঠক থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব'। শুধু এই হাবই নয়, পাশাপাশি তিনি মহকুমা হাসপাতালের অক্সিজেন প্লান্ট এবং ব্লাড সেপারেটার ইউনিটেরও উদ্বোধন করেন। সুন্দরবনের মানুষকে ভালো রাখার কথা মাথায় রেখেই তিনি শুভ উদ্বোধন সাগর থেকে তাঁর হাত দিয়েই হয়। পাশাপাশি ভবনের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন মহকুমা হাসপাতালের চেয়ারপার্সন তথা বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ অপূর্বলাল সরকার,জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস,ইউসুফ মোল্লা,মাতলা ১ পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, শিলান্যাসের

তাঁদের জন্য এই আধুনিক পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফলে সুন্দরবনের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হলেও আজও চালু হয়নি 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব'।প্রায় ৪ বছর আগে গোসাবার একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে তিনি নিজেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব' গড়ে তোলার জন্য শিলান্যাস করে ছিলেন। ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ এ সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, সুন্দরবনের এই মহকুমা হাসপাতালে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব তাঁর নিজেরও পছন্দের প্রকল্প ছিল। আর এবার সেই প্রকল্পেরই বাস্তবায়ন হয়ে উদ্বোধন হয়েছে। মোট সাড়ে ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প গড়ে উঠেছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরেই গড়ে উঠেছে ৫ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে অবরোধ

মগরাহাট

অর্ঘ্য রায় : মগরাহাট থানার ২ নম্বর ধনপোতা এলাকার।

ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষন বন্ধ থাকে যান চলাচল। স্থানীয়দের দাবি দীর্ঘ ৭ বছর হয়ে গেলেও সংস্কার করা হয়নি মগরাহাট থেকে ধনপোতা যাওয়ার রাস্তা। রাস্তার পাথর উঠে গিয়ে রীতীমতো বেহাল হয়ে রয়েছে। বৃষ্টিতে আরো বেহালদশা হয়ে যায় এই রাস্তার। এই রাস্তা দিয়েই দক্ষিণে সুন্দরবন এলাকার জয়নগর, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, রায়দিঘি সহ একাধিক জায়গায় মানুষজন যাতায়াত করে। যার ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে রোগী, গর্ভবতী মহিলা ও স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের। এবং নিত্যদিন নানা দুর্ঘটনা তো রয়েছেই। স্থানীয়দের অভিযোগ প্রশাসনের কাছে রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বহুবার দরবার করা হলেও তাতে কোনও সুরাহা মেলেনি। ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা এবং রাস্তায় কাঠের গুড়ি ফেলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে সেইসঙ্গে ১২ ঘন্টার পথ অবরোধের দাবি তোলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

পথশ্রী প্রকল্পের টাকা তছরূপ

সুব্রত মণ্ডল : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সাধের পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে রাস্তা নির্মাণের ৩০ লক্ষ টাকা তছরূপের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর ব্লকে।

গত ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে সোনারপুর ব্লকের প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশুমঙ্গল পিএফ স্কুল থেকে প্রসাদপুর পর্যন্ত ২৪৩০ বর্গমিটার রাস্তা নির্মাণের শিলান্যাস করেন সোনারপুর দক্ষিণের তৎকালীন বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়। খরচ ধার্য্য হয় ৩০ লক্ষ টাকা। বরাত দেওয়ার কাজও সম্পন্ন হয়। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে রাস্তার পাশে কিছু ইঁট পড়লেও কোনও কাজই হয়নি রাস্তা নির্মাণে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বারবার পঞ্চায়েতে জানানো সত্ত্বেও কাজ না হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে রাস্তা নির্মাণের পুরো টাকাটাই আত্মসাৎ হয়েছে। ফলে বর্তমানে এই রাস্তার যা হাল তাতে

সোনারপুর

চলাই দায় হয়ে উঠেছে। বর্ষা আসছে আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে অবস্থা।

অর্থ তছরূপের অভিযোগ আরও গাঢ় হয় স্থানীয় প্রধানের বক্তব্যে। পঞ্চায়েত প্রধান তাপসী মণ্ডল বলেন, 'আমি পড়াশুনা কম জানি, আমাকে নির্মাণ সহায়ক যা কাগজ দিয়েছেন তাতেই আমি সই করে দিয়েছি।' অঞ্চলের সভাপতি তথা ব্লক পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ ঢালি বলেন, পঞ্চায়েতের সরকারি কাজে তিনি নাক গলান না। তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জড়ানো হচ্ছে। তিনি কোনওভাবেই এই কাজে যুক্ত নন। নবাগত জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন,'অভিযোগ এসেছে, ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আইন আইনের পথেই চলবে।' রাজ্যে এখন নানা বেনিয়মের তদন্তের মরশুম চলছে। সোনারপুরের এই ঘটনা তারই একটি ছোট্ট সংস্করণ। কিন্তু তদন্ত করে শেষ হবে, কবে পথের শ্রী ফিরবে তা কেউ জানে না। গ্রামবাসীদের দাবি, বর্ষা এসে পড়েছে, তদন্ত চলছে চলুক, আর দেরি না করে এই রাস্তা নির্মাণের কাজ চালু করা হোক। গ্রামবাসীদের দুর্ভোগ মোচন এখন প্রশাসনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।

বেহাল রাস্তায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্দিরবাজার বিধানসভার জগদীশ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোপাল নগর রামবাটির মোড় থেকে গোপালনগর জুনিয়ার হাইস্কুল পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থায় জনগণ জেরবার হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অন্তর্গত এই রাস্তা বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ব্যস্ত জনপদে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। অটো-টোটো চলে পরিবহনের মাধ্যম হিসাবে। স্কুল ছাত্র ছাত্রীরা সাইকেলে যাতায়াত করে। এই রাস্তার মধ্যেই আছে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। যেখানে গর্ভবতী মহিলাদের টিকা দেওয়া হয়। এমনিতেই রাস্তার বেহাল দশা ছিল, তার ওপর বর্ষায় জল জমে আরো শোচনীয় হয়েছে। বয়স্ক মানুষরা রাস্তা পারাপার করতে পারছেন না।

মন্দিরবাজার

যে কোনও সময় বড় কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। এলাকার মানুষজনের অভিযোগ জল নিষ্কাষণের যথার্থ ব্যবস্থা না থাকায় একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

পদ্মা সেতু, ভারত সহ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশা

আসরাফুল ইসলাম, ঢাকা

'পদ্মার ঢেউ রে/ও মোর শূন্য হৃদয়-পদ্মা নিয়ে যা যারে...'-প্রবল স্রোতস্বিনী পদ্মার স্বরূপ এভাবেই সঙ্গীতে উৎকীর্ণ করেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। পুরাণ থেকে চর্যাপদ, বাংলা সাহিত্যের কোথায় নেই গঙ্গা-তনয়া'র সগৌরব উপস্থিতি! কেবলমাত্র এই একটি নদীকে ঘিরে এতো উপাখ্যান হয়তো কমই মিলবে। তবে বহুকালের বৈভবকে আরও উচ্চে তুলে খরস্রোতা পদ্মাকে ঘিরে এবার রচিত হয়েছে এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান। বাংলা ও বাঙালির জন-জীবনে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এই নদীর বুকে নির্মিত বিশ্বের বৃহত্তম সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে চলছে শনিবার। কিন্তু বাংলাদেশের একটি সেতুর উদ্বোধনকে ঘিরে এতো ডামাডোলেরই বা কী রয়েছে! এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এতোদিনে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বেরও বিলক্ষণ জানা হয়ে গেছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের অন্যায় শর্তের কাছে নতিস্বীকার না করে বাঙালির আত্মমর্যাদাকে সমুন্নত রাখার প্রশ্নে নিজস্ব অর্থায়নে একটি প্রকাণ্ড সেতুর নির্মাণ করে দেখিয়ে দিতে পারার হিম্মত বাংলাদেশকে নতুন করে চিনিয়েছে বিশ্বের কাছে। এটি কেবল বাংলাদেশের এক গৌরবের প্রতীকই নয়, আজ এটি বিশ্ব বাঙালির কাছেও অহংকারের এক নাম। বাংলাদেশে এযাব কালের সর্ববৃহৎ এই নির্মাণ প্রকল্পের আড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধনকে ঘিরে গোটা বাংলাদেশে এখন সাজ সাজ রব। আর মাত্র একদিন পর বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতুর উদ্বোধন। এ নিয়ে সেতুর দুই পাশের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দেশি বিদেশি অতিথি। উদ্বোধনের দিন, তার আগে এবং পরে নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বরণ করার জন্য দক্ষিণের মানুষ প্রস্তুত'।

জানা গেছে, এরই মধ্যে সেতু এলাকাসহ সারা দেশের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ২৫ জুন উদ্বোধনের পরদিন ২৬ জুন সকাল ৬টা থেকে সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। মোট তিন হাজার অতিথিকে উদ্বোধনের দিন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেতুর জাজিরা প্রান্তে ১০ লাখ মানুষের সমাবেশ ঘটানোর পরিকল্পনার কথা জানা গেছে। দুই প্রান্তেই সেতু উদ্বোধন হবে। ২৫ জুন সকালে মাওয়া প্রান্তে সেতু উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে সুধী সমাবেশ হবে। মাওয়া প্রান্তে ফলক উন্মোচনের পর সেতু পেরিয়ে তিনি আসবেন জাজিরা প্রান্তের টোলপ্লাজায়। সেখানে কয়েকটি স্থাপনার উদ্বোধন করে যাবেন শিবচরের কাঁঠালবাড়িতে জনসভায়। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষ সময়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেতু বিভাগের প্রকৌশলী ও কর্মকর্তারা।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে পদ্মা সেতু প্রসঙ্গে বলেছেন, নিজস্ব অর্থায়নে বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতুর সফল নির্মাণ দেশের উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা

থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। আমাদের দেশের মানুষের একটা ধারণা বা মানসিকতা আছে যে আমরা অন্যের টাকা ছাড়া কিছু করতে পারি না। আমাদের মানসিকতার এই দৈন্যতাটা ছিল।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব ব্যাংক তহবিল প্রত্যাহার করে নেয়ার পরে নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সেই অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, বাংলাদেশ যে পারে সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি, এতেই আমি খুশি। শেখ হাসিনা বলেন, পদ্মা সেতু নির্মাণ বা এর কাজের গুণগত মান নিয়ে কোন আপোষ করা হয়নি। এই সেতু নির্মিত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ দিয়ে। পুরো নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে।

তবে পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে নেতিবাচক ভূমিকা রাখা নোবেলবিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূসকেও আগামী ২৫ জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সরকারের আমন্ত্রণ নতুন আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। আলোচনায় রয়েছে বিরোধী দল বিএনপি'র নেতাদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণপত্র পাঠানোর প্রসঙ্গও। যদিও বিরোধী নেতারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তারা ওই অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ২১টি জেলাকে ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করবে।

নির্মাণ ব্যয়: পদ্মা সেতুর ব্যয় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা ধরা হলেও ২৭ হাজার ৭৩২ কোটি ৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা বলেন, ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন টাওয়ার ও গ্যাস লাইনের এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়সহ মূল সেতু নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছিল ১২ হাজার ১৩৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা, কিন্তু ব্যয় হয়েছে ১১ হাজার ৯৩৮ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। এছাড়া নদী শাসনে ৮ হাজার ৭০৬ কোটি ৯১ লাখ, অ্যাপ্রোচ সড়কে এক হাজার ৮৯৫ কোটি ৫৫ লাখ, পুনর্বাসনে এক হাজার ১১৬ কোটি ৭৬ লাখ এবং ভূমি অধিগ্রহণে ব্যয় হয়েছে ২ হাজার ৬৯৮ কোটি ৭৩ লাখ টাকা।

যেভাবে শুরু: ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই সেতু হবেই। পরে ১৯৯৮ সালে পর্যন্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু হয়। এরপর ২০০১ সালে জাপানিদের সহায়তায় সম্ভাব্যতা যাচাই হয়। ২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মা সেতু নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর ২০০৮ সালে মহাজোট সরকার শপথ নিয়েই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয় এবং সেতুতে রেলপথ সংযুক্ত করে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার সেতু করার চূড়ান্ত নকশা করা হয়। প্রথমে ১০ হাজার ১৬১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদন পায়। পরবর্তীতে সেতুতে রেলপথ সংযুক্ত করে নকশা পরিবর্তন হয়ে দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ায় নির্মাণ ব্যয়ও বাড়ে। ২০১১ সালে ২০ হাজার ৫০৭ কোটি ২০ লাখ টাকার সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন পায়। ২০১৬ সালে আবারো আট হাজার ২৮৬ কোটি টাকা ব্যয় বাড়ালে মোট ব্যয় দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। সবশেষ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৮ লাখ ৭৬ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। এর পুরো টাকাই সরকারি অর্থায়ন।

বিশ্বব্যাংকের সরে যাওয়া: পদ্মা সেতু নির্মাণে ১২০ কোটি ডলারের ঋণ অঙ্গীকার করেছিল বিশ্বব্যাংক। কিন্তু অনিয়মের মিথ্যা অভিযোগ তুলে এই অঙ্গীকার থেকে সংস্থাটি সরে যায়। এ ধরনের কাজের শর্ত অনুযায়ী মূল ঋণদাতা চলে গেলে চলে যায় অন্যরাও। কাজেই একে একে এডিবি, জাইকা ও আইডিবিও চলে যায়। পরবর্তীতে দুর্নীতি অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এই ঘটনায় তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ও সচিব মোশাররফ হোসেন ভূইয়াকে জেলেও যেতে হয়েছিল। পরবর্তীতে এমন কোনো অভিযোগ প্রমাণ না পাওয়ায় কানাডিয়ান আদালত পরবর্তীতে মামলাটি বাতিল করে দেয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 35, 25 June - 1 July, 2022

আর কত নিচে যাবে সূচক?

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

বছরেরর মাঝামাঝি এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। যার ফলে নিফটি নিচের দিকে ১৪ হাজার হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপাতত ১৫ হাজারের সামান্য ওপর থাকা নিফটি ও ৪৫ হাজারের কাছাকাছির সেনসেক্স জোর ধাক্কা খেয়ে সাম্প্রতিক উঁচু থেকে ৩ হাজার পয়েন্ট মতো নিচে এসেছে। হতে পারে আরও পাঁচশো–হাজার শো পয়েন্ট ইধার–উধার হল। সেক্ষেত্রেও ১৪ হাজার নিফটির পক্ষে ভাঙা একরকম অসম্ভব বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আসলে হঠাৎ করেই এতটা বাড়বাড়ন্ত হজম করতেই সমস্যা হচ্ছে শেয়ার বাজারের। বিশেষ করে করোনা পরবর্তী কালে। তার মানে এই নয় যে এর জন্য একেবারে 'গেল গেল' রব উঠবে। কয়েকদিন গেলেই এই অস্থিরতা কেটে ফের ভারতের অর্থ বাজার ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা বিশেষজ্ঞের। আর এভাবে চলতে থাকলে আগামী ৬ মাস থেকে ১ বছরে শেয়ার বাজার নিফটির নিরিখে পৌঁছে যেতে পারে ফের ১৮ হাজারে।

হ্যাঁ, এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছে। ১৫ হাজারের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। ১৬ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ

আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১৭ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়।

১৫ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি হয়তো এই সংশোধনীর হাত ধরে কিছু শতাংশ নিচে এসে সাড়ে ১৩ বা ১৪ হাজার হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে ৫–৬ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে ১৪ হাজারের কাছে নিয়ে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব ফার্মা কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫–৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সামনেই তো তরতাজা উদাহরণ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারের ব্যাপারে। এইসব পিএসইউ ব্যাঙ্কিং শেয়ারের দাম একসময় যে জায়গায় চলে এসেছিল তাকে খাদের কিনারা বললে বোধহয় উপযুক্ত হবে। অথচ দেখা গেল এখন সেসব পিএসইউ ব্যাঙ্কের শেয়ারই প্রায় দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি হয়ে উঠেছে। একই কথা প্রযোজ্য তলানিতে চলে যাওয়া মেটাল সেক্টরের ক্ষেত্রেও। এটাই এই বাজারের মজা। যখন সবাই খালি কেনার কথা বলবে তখন নীরবে আপনার লগ্নি উঠিয়ে নিতে হবে, প্রয়োজনে সুইচ ওভার করতে হবে। আর যখন কোনও সেক্টর নিয়ে দুনিয়াশুদ্ধ সবাই বেয়ারিশ হয়ে উঠবেন, তখন সন্তর্পণে তাতে লগ্নি শুরু করতে হবে। যেটা এখন করতে হবে ফার্মা বা ধাতুর শেয়ারের ক্ষেত্রে।

করোনা আবহে খাদের ধারে পৌঁছে গিয়েছিল ভারতের শেয়ার বাজার। সেই জায়গা থেকে সাড়ে ১৮ হাজারের কাছে উত্তরণ নিঃসন্দেহে নিফটি সূচকের জন্য খুব ভাল খবর ছিল। সেই জায়গাতেই বড় ফাটল ধরেছে। যদিও এই পড়ার পিছনে বিদেশিদের উদ্দাম বিক্রি বড় কারণ। তাও ইতিবাচকতার আনন্দে উৎসাহিত হয়ে আতিশয্য ভাসতে না করছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সাফ কথা, করোনা পরবর্তী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের শেয়ার বাজারও ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা চালাচ্ছে। তার মানে এই নয়, এখনই বিশাল কিছু ভেবে নিতে হবে। এবং তার বশীভূত হয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কেনা শুরু করতে হবে।

উত্তরের আঙিনায়

অবিরাম বৃষ্টিতে ডুবল ন'টি ওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবিরাম বৃষ্টির কারনে জলে ডুবে শিলিগুড়ির নটি ওয়ার্ড। শিলিগুড়ির ১, ২৩, ৬ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডে জলে ডুবে গোটা এলাকা। শিলিগুড়ির ভারতনগরে জলে ডুবে আছে দুটি সরকারি ইস্কুল। শিলিগুড়িতে গতকালের বৃষ্টির কারণে পুরোপুরি জলে ডুবে যায় এনজেপির এলাকা। এতটাই জল ছিল যে বৃষ্টির কারণে অনেক যাত্রীর স্টেশনে ঢুকতেই প্রায় এক ঘন্টা লেগে যায়। মহানন্দার জল গতকাল অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় এলাকার আশেপাশে থাকা মানুষকে দূরে সরতে বলা হয়েছে। গভীর বৃষ্টির কারণে শিলিগুড়ির ৩৮ নং ওয়ার্ড পুরোপুরি জলের

তলায় চলে গেছে। ৩৮ এর কাউন্সিলর দুলাল দত্ত গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। শিলিগুড়ির আশেপাশে জলপাইগুড়িতেও ভারী বৃষ্টি হওয়ায় বন্যার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মানুষ। জলপাইগুড়ির করোলা নদীর জল গতকাল থেকে বিপদ সীমার উপরে বইছে। জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর জলও চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষের, বন্যার আশঙ্কা থাকায় ত্রাণের জন্য তৈরি থাকছি আমরা, জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সৈকত চক্রবর্তী। মোট নটি ওয়ার্ড পুরোপুরি জলের তলায় বলে জানিয়েছেন তিনি। জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়িতে বন্যার আশঙ্কা থাকায় আজ এনজেপি স্টেশন থেকে বেশ কিছু ট্রেনের সময় পরিবর্তন হতে পারে বলে জানিয়েছে রেল দপ্তর। তারা জানিয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হবে।

জঞ্জাল জমায় ঝামেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে জনসাধারণের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন শিলিগুড়ির তেরো নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং জঞ্জাল বিভাগের এমআইসি মানিক দে। শিলিগুড়ির ৪১ নং ওয়ার্ডে পরিদর্শনে গেলে এলাকার লোকজন তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। মানুষেরা জানান, জেতবার পরে কোনও কাজই হচ্ছে না ওয়ার্ডে। ড্রেনের অবস্থা শোচনীয়,মশায় এলাকা ভরে যায় সন্ধ্যা হলেই। সপ্তাহে একবার

এলাকাতে ধোঁয়া দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে সারাদিনই আবর্জনা পড়ে থাকে। তাদের দাবি, জঞ্জাল বিভাগের এমআইসিকে অবিলম্বে ওয়ার্ডে দুটো জায়গা ঠিক করা হোক, যেখানে ওয়ার্ডের মানুষ এসে আবর্জনা ফেলতে পারেন। এমআইসি জানান, তিনি চেষ্টা করছেন। তিনি এই ব্যাপারটি নিয়ে মেয়রের সাথে আলোচনা করবেন। ওয়ার্ডের বাসিন্দারা আরো জানান, ওয়ার্ডে ময়লা ফেলার জায়গায় অন্য ওয়ার্ড থেকে এসে মানুষ ময়লা ফেলে দিয়ে যান। এমআইসি মানিক দে গোটা ব্যাপারটি সমাধান করবেন বলে শান্ত করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয় তিনি তা দেখবেন।

লোকালয়ে হরিণ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকালয় থেকে হরিণ উদ্ধার হল। বুধবার ধূপগুড়ি ব্লকের গিলান্ডি সংলগ্ন এলাকায় হরিণটি উদ্ধার হয়। গ্রামবাসীরা পথ কুকুরের আক্রমণ থেকে হরিণটিকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি থানায় নিয়ে যায়। পুলিশই মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীদের খবর দেয়। পরে বনকর্মীরা থানায় এসে হরিণটিকে নিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, হরিণটিকে দুটি পথকুকুর তাড়া করেছিল। তখনই জালে আটকে যায় হরিণটি।

কুকুরের হানায় হরিণটি আহতও হয়েছে। তার মুখে ও পায়ে আঘাত লেগেছে। বনকর্মীরা জানায়, হরিণটিকে উদ্ধার করে রেঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে। তার প্রাথমিক চিকিৎসাও শুরু করা হয়েছে। সোনাখালি জঙ্গলে থেকে লোকালয়ে চলে এসেছিল হরিণটি বলে অনুমান বন দপ্তরের। হরিণটিকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হরিণটি অনেকদিন ধরেই অভুক্ত ছিল বলে জানিয়েছে চিকিৎসকেরা। এই নিয়ে গত এক সপ্তাহে ধূপগুড়িতে তিনটি হরিণ উদ্ধার করলেন বন দপ্তরের কর্মীরা।

বন্ধ থাকবে টয়ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাহাড়ে ধসের কারণে আগামী সাতদিন বন্ধ থাকবে ট্রয় ট্রেন। আজ এই খবর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রেলের তরফ থেকে। বৃষ্টি এবং ধসের কারণে পুরোপুরি বিপর্যয় নেমে এসেছে সিকিম সহ গোটা পাহাড়ি এলাকা জুড়ে। দার্জিলিং–এ ধসের কোনও খবর না পাওয়া গেলেও প্রচুর এলাকা জুড়ে পড়ে আছে গাছ। ফলে পর্যটক নিয়ে গাড়ি ওঠা নামাতে প্রচণ্ডভাবে সমস্যায় পড়তে হয়েছে চালকদের।

সিকিমের অবস্থা এখনো ঠিক না হওয়ার কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে পরিবহন ব্যবস্থা। একান্ত প্রয়োজনীয় না হলে পাহাড়ে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না কোনও যানবাহনকেই। এই অবস্থায় ট্রয় ট্রেনকে চালানো সমিচীন মনে করছে না রেল। রেল দপ্তরের এক অধিকর্তা যিনি বর্তমানে ঘুমে কর্মরত জানিয়েছেন, বৃষ্টি না হলেও পাহাড়ের অবস্থা ভালো নয়। তার মধ্যে যাত্রী নিয়ে চলাচল করা প্রচণ্ড বিপজ্জনক। তাই আমরা এক সপ্তাহের জন্য ট্রয় ট্রেন চালানো বন্ধ রাখলাম। কারণ, ট্রয় ট্রেনের চলাচলের রাস্তা বর্তমান পরিস্থিতিতে একেবারেই নিরাপদ নয়। যেকোনও সময়ে ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। তাই আপাতত এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ ট্রয় ট্রেন। পরিস্থিতি চিন্তা করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন রেল দপ্তরের আধিকারিকেরা।

বিরল প্রজাতির রাজহাঁস উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি জংশন থেকে একটি বিরল প্রজাতির রাজহাঁস সহ দুজনকে আটক করল বন দপ্তরের লোকেরা। আজ সকালে নিউ জলপাইগুড়িগামী ডাউন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের কামরার মধ্যে একটি বাক্স থেকে বন কর্মীরা উদ্ধার করে এই রাজহাঁসটিকে। রাজহাঁসটির সাথে আরো দুজনকে আটক করে বন দপ্তর। আটক

দুজন মালদার বাসিন্দা। এই বিরল প্রজাতির রাজহাঁসটি বিক্রি হবে মোটা টাকার বিনিময়ে এই আশায় তারা রাজহাঁসটি বাংলাদেশ বর্ডারে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। আটক দুজনের নাম সমীর মন্ডল এবং অজয় রায়। তারা দুজনেই মালদার চৌপথি এলাকার বাসিন্দা। আটক রাজহাঁসটিকে চিকিৎসার জন্য আপাতত বন দপ্তর নিজেদের হেফাজতে রেখেছে। ওই দুজনের সাথে আরো কেউ যুক্ত আছে কী না তা জেরা করে দেখছে পুলিশ।

পরীক্ষা না পাশ–করা?

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরীক্ষার নানা সেন্টার হয়। এক নতুন সেন্টার দেখল শিলিগুড়ি। পার্কে বসে আদরের মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে,পাশে বসে আছে মা এবং প্রেমিক,নিজের মনের খুশিতে একের পর এক উত্তর লিখে চলেছে সে। পরীক্ষা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি সেমিষ্টারের পরীক্ষা। শিলিগুড়িতে এইভাবে পরীক্ষা হল বিভিন্ন মাঠে

এবং পার্কে। এইরকম অদ্ভুত পরীক্ষা আগেও কেউ দেখে নি,আগামীতেও কেউ দেখবে কিনা সন্দেহ। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে,মাঠে বসে,পাশে আছে পকোড়া এবং চিপস্। ক্যাফের মালিক জানালেন, পরীক্ষা চলছে বেশি কথা বলবেন না। এক মা গর্বের সাথে জানালেন, হাতে লিখতে পারে না ছেলে তাই লিখে দিচ্ছি। এইভাবে পরীক্ষা দিয়েই বা কী হবে উত্তর দিলেন না,ছাত্রী শিক্ষক কেউই। তবে বিনোদনের জায়গাতে মহা আনন্দে পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন ছাত্রছাত্রীরা। শিলিগুড়িতে এই ঘটনা বিরল। যেখানে জীবনের একটা ধাপে এগনো যাবার সময় সেটাকেই একেবারেই মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে গেলেন শিক্ষক এবং ছাত্রী সবাই যার উত্তর নেই কারো কাছেই।

ধসে আটকে রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধসে আটকে বহু রাস্তা। দার্জিলিং থেকে নীচে নামতে পারছে না পর্যটকেরা। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি নামতে একমাত্র পাংখাবাড়ি রোড ছাড়া বন্ধ সব রাস্তাই। ফলে গাড়ি নিয়ে নীচে নামতে যেমন হিমসিম খাচ্ছেন ড্রাইভারেরা, তেমনি গাড়ির পর গাড়ি আটকে আছে পাংখাবাড়ি রোডে। পর পর গাড়ি দাড়িয়ে থাকার কারনে সময় লেগে যাচ্ছে প্রায় ৫গুন। যাবার অন্য রাস্তা নেই। বাধ্য হয়েই ঘুরপথে সমতলে নামতে

হচ্ছে পর্যটকদের। শিলিগুড়িতে কলকাতা থেকে আসা পর্যটক শেষ পযর্ন্ত তার যাত্রাই বাতিল করে আবার ফিরে গেলেন কলকাতায়। অনিশ্চিতভাবে পাহাড়ে গিয়ে লাভ নেই জানিয়ে দিলেন তিনি। গাড়ির পর গাড়ি আটকে আছে পাহাড়ের রাস্তায়,না আছে জল না আছে খাবার, ফিরে গিয়ে যে আবার পাহারে হোটেলে উঠবেন সে রাস্তাও বন্ধ আপাতত। তাই অনেকে হোটেলেই থাকছেন জানাচ্ছেন রাস্তায় আটকে থাকবার চাইতে এখানে হোটেলে অপেক্ষা করা ভালো। রাস্তায় আটকালে কিংবা কোন কারনে ধস নেমে গেলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। বর্তমান পাহাড়ের পরিস্থিতি দেখে আর পাহাড়ে ভ্রমন করতে চাইছেন না পর্যটকেরা। যেভাবে পর্যটকদের ঢল নেমেছিল সেটা এখন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে এই ধসের কারনে। কবে পরিস্থিতি ঠিক হবে বলতে পারছেন না কেউই।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে এনএসআই ও ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় পিছিয়ে পড়া তপশীলি জাতি উপজাতি সম্প্রদায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ও ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক উদ্যোগ গ্রহণ করল। সুন্দরবন এলাকার অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটি ট্রেনিং হলে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশা ২৫০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। কর্মশালার উদ্বোধন করে চিফ জোনাল ম্যানেজার বসুরেশ করমালী (এনএসআইসি) বলেন, আমাদের সংস্থা সুন্দরবনের দরিদ্র উদ্যোগ পতিদের পাশে সহায়তা করার জন্য এসেছে। তিনি আরো বলেন, যে সমস্ত উদ্যোগ প্রতি স্পেশাল ক্রেডিট লিংকের মাধ্যমে লোন নিয়ে ব্যবসা করতে চায় তাদের ২৫% কেন্দ্রীয় অনুদান যাবতীয় সুবিধা আমাদের সংস্থার তরফ থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রিজিওনাল ম্যানেজার মনোজ কুমার বলেন, সমস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিরা ব্যবসা বাড়াতে চান এনএস আইসি র পক্ষ থেকে ক্রেডিট লিংকের এর সুবিধা সহ ব্যাংকের লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে না। ভারতীয়

স্টেট ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে আছে। মূলত যার উদ্যোগে এই ধরনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো সেই সুন্দরবনের ভূমিপুত্র বিশিষ্ট সমাজকর্মী লোকমান মোল্লা বলেন, করোনা, লকডাউন, সুপার সাইক্লোন আম্ফান, ও ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সুন্দরবনের ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রতিরা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্পেশাল ক্রেডিট লিংক প্রোগ্রামের সুযোগ গ্রহণ করলে আবার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ঘুরে দাঁড়াতে পারে সুন্দরবন কমবেশি ৫০ লক্ষ মানুষের জীবন–জীবিকা আজ প্রশ্নবোধক চিহ্নের মুখোমুখি, প্রতিবছর এক ফসলী চাষের জমি অতি বর্ষণে ঘূর্ণিঝড় এর ফলে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ফসল, কিছুটা হলেও ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে জীবন–জীবিকা চলে বড় অংশের বাসিন্দাদের। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বড় বাধা ব্যাংক লোন সহ প্রশিক্ষণ না থাকা,সুন্দরবনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এনএসআইসি ও এসবিআই–এর মাধ্যমেপ্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করলে আগামী দিনে সুন্দরবনের তপশীল জাতি উপজাতি সম্প্রদায় উদ্যোগ পতিদের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো প্রভূত উন্নতি হবে বলে মনে করি। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সুব্রত রায় এজিএম এস বি আই, মৃগাঙ্ক সরকার স্টেট ইনচার্জ ন্যাশনাল সিডিউল কাস্ট সিডিউল ট্রাইব হাব রঞ্জন কুমার চিফ ম্যানেজার এস বি আই প্রমুখ। উদ্যোগপতি তরুণ মন্ডল বলেন ,আমাদের জানা ছিল না এ ধরনের সুযোগ আছে আমরা সবাই চেষ্টা করব সুযোগ গ্রহণ করার জন্য।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ জুন – ১ জুলাই ২০২২

মেষ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কে মনোমালিন্য বৃদ্ধি এমন কি বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠুন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবেন এবং বদলী হওয়ার সম্ভাবনা বা কর্মক্ষেত্রে দূরে যেতে হতে পারে। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : মাদক পদার্থ সেবন থেকে বিরত থাকুন।

বৃষ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা এলেও সেই বাধা কাটিয়ে উঠবেন এবং আর্থিক দিক দিয়ে সফলতার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রেমে সাফল্য। শিল্পীদের প্রতিভার বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। ডায়বিটিস, নার্ভের সমস্যা প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মহিলাদের সম্মান করুন।

মিথুন রাশি : ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি এবং অগ্রগতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত। চাকরিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকবেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। তীর্থভ্রমণের সম্ভাবনা। অর্থ পেতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ গরুকে ঘাস খাওয়ান।

কর্কট রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। তবে চাকরি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। কোনও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তায় চলাফেরা করা প্রয়োজন। লেখক বা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : চাল, সাদা বস্ত্র, শ্বেত ফুল, চিনি, দই ইত্যাদি সাদা বস্তু দান করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মনকে প্রসন্ন রাখতে ঈশ্বর আরাধনা করুন। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ। চাকরি ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে বাধা এমনকি চাকরিতে অকারণে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। আয়ভাব খুব শুভ নয়।

প্রতিকার : পাখিদের জন্য ছাদে সাত প্রকার শস্য রাখুন।

কন্যা রাশি : স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। অকারণে স্বজনের প্রতি দুর্ব্যবহার ত্যাগ করুন। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। বন্ধু–বান্ধবদের বা গুরুজনদের থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। সরকারি কর্মীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : অভাবীদের এবং গরিব বিদ্যার্থীদের বই দিয়ে সাহায্য করুন।

তুলা রাশি : সাংসারিক কারণে মনের উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে মনোকষ্ট। চাকরিতে উন্নতির যোগ রয়েছে। কিন্তু ব্যবসায় মন্দা। বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। চাকরী সূত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলা যুক্তিযুক্ত। পদোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : নিয়মিত দেবী দুর্গার উপাসনা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সন্তান থেকে সুখ এবং কোনো খুশির খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতিতে বাধা এবং চাকরি পেলেও তা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। আয়ভাব খুব শুভ নয়। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বজরঙ্গবলীর দর্শন করুন এবং প্রসাদ চড়ান।

ধনু রাশি : পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি ও সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই–বোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট। পেশাদারদের সাফল্য লাভ হবে। দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেও রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসার সম্ভাবনা। অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : আপনার স্নানের জলে এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে রোজ স্নান করুন।

মকর রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই–বোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে প্রতিভার বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করুন। কর্মক্ষেত্রে অধিক চাপ থাকার সম্ভাবনা এবং আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবেন।

প্রতিকার : প্রতি শনিবার আর মঙ্গলবার বজরংবলী বাণী পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : অকারণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। স্বজনদের বা বন্ধুবান্ধবদের কোনো শুভ অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং আনন্দে অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের প্রতি আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি। কর্মোন্নতি যোগ রয়েছে।

প্রতিকার : কালো কুকুরকে রোজ খেতে দিন।

মীন রাশি : সরকারি কর্মী বা প্রশাসনিক পদে রয়েছেন তাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি। আর্থিক দিক দিয়ে সাবলীল হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের সঙ্গে মতানৈক্যে মনোকষ্ট। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে উন্নতি কিন্তু ব্যবসায় মন্দার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কর্মোন্নতি ও আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার নারায়ণ পুজো করুন।

শব্দবার্তা ২০৫

■	■	■	১		২	■	৩
■	৪			■		■	
■		■	৫				
৬				■	■	■	
	■	■	■	৭		৮	
৯		১০			■		■
	■		■	১১			■
	■	১২				■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ১। প্রথম মানুষ ৪। আঁচল, সর্প বা সাপ ৬। কর্মশালা ৭। খুব বেশি যদি হয় ৯। ভারী ১১। ঘরের মেঝে ১২। সকল, সব।

উপর–নীচ

১। ১। মাঙ্গলিক চিহ্ন বিশেষ ২। অনুসন্ধান ও প্রত্যক্ষ পরিদর্শন সহকারে কৃত ৩। যানবাহনের যাত্রী ৪। অবিরাম, অবিশ্রান্ত ৬। কর্ম তৎপরতা ৭। পদচ্যুত, চাকরি থেকে অথবা পদ থেকে অপসারিত ৮। যুগন্ধর ১০। আকাশ, গগন।

সমাধান : ২০৪

পাশাপাশি : ১। অতিমাত্রা ৪। সার ৫। দয়াদাক্ষিণ্য ৭। কানুন ৯। বিনিদ্র ১০। প্রতিবিধান ১১। খাস ১২। নিধিরাম।

উপর–নীচ : ১। অরি ২। মানোয়ার ৩। লাবণ্য ৪। সমানুভূতি ৬। ক্ষিপ্ত নিবাস ৮। আধাআধি ১১। প্রণয় ১১। খাম।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের
জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

লক্ষাধিক টাকার মাদক সহ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ মাদক সহ পাচারকারী এক যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃতের নাম রাজু লস্কর। ধৃতের বাড়ি ঘুটিয়ারী শরীফের দক্ষিণ মাকালতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘুটিয়ারী শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিক ফারুক রহমান নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী হালদার পাড়া এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই সময় রাজু লস্কর নামে ওই যুবক কে সন্দেহজনক ঘোরাফেরা করতে দেখে। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে ৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। ধৃত কে গ্রেফতার করেছে ফাঁড়ির পুলিশ। পাশাপাশি ওই যুবকের সাথে আর কে বা কার জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ফাঁড়ির পুলিশ।

বৃদ্ধকে বেধড়ক মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাগানের একটি পেয়ারা গাছ কেটে ছিলেন এক প্রতিবেশী। কেন গাছ কেটেছেন জানতে চাইলে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী দম্পতির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের তালদি রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ। ঘটনার বিষয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বন্দোপাধ্যায় পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বন্দোপাধ্যায় দম্পতির একটি পেয়ারা গাছ কেটে ফেলেছিলেন প্রতিবেশী তিমীর হাওলাদার। কেন পেয়ারা গাছ কাটা হয়েছে তা জানতে মঙ্গলবার সকালে হাওলাদার পরিবারের কাছে যায় ওই বৃদ্ধ। অভিযোগ এরপর বাজার থেকে ফেরার সময় তিমীর ও তার স্ত্রী কল্পনা হাওলাদার দুজনে মিলে আক্রমণ করে মারধর করে শ্যামাপ্রসাদ বাবু কে।রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে হাওলাদার দম্পতি পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা বৃদ্ধকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

একসাথে ৮ বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি কিংবা দুটি নয়,একই রাতে ৮ টি বাড়িতে চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থল বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ ও ১১ নম্বর আমঝাড়া গ্রাম। অন্যান্য দিনের মতো ওই গ্রামের প্রতিটি পরিবার সোমবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকাল হতে ঘরের দরজা খোলা দেখে আঁতকে ওঠেন। প্রথমে কোনও কিছু হয়নি ভেবেই নিয়েছিলেন। এরপর মোবাইল ফোন খুঁজতেই দরজার তালা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে নজরে পড়ে। নজরে পড়ে ঘরে মধ্যে থাকা বাক্সগুলোতেও। বাক্সগুলো খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রয়োজনীয় কাজগপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। বুঝতে পারেন চুরি হয়েছে। চুরির ঘটনা ঘটেছে প্রকাশ্যে আসতেই মাঝির ঘর থেকে সোনার গয়না –সহ নগদ পাঁচ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে। অন্যদিকে ১০ নম্বর আমঝাড়া গ্রামের বিনোদ রায়ের ঘর থেকে দুটি মোবাইল ফোন ও আশীষ মণ্ডলের দুটি মোবাইল ফোন ও নগদ দুহাজার টাকা চোরেরা নিয়ে চম্পট দেয়।ওই পাড়ারই দীনমজুর কল্পনা রায়। তার একমাত্র সন্তান সুরজিৎ রায় স্থানীয় হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। পারিবারিক অভাব অনটনের জন্য মোবাইল ফোন না থাকার কারণে অনলাইন ক্লাস করতে পারতো না। ধার দেনা করে একটি মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছিলেন। তার সেই মোবাইল ফোন আর নগদ পাঁচশো টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরেরা। কীভাবে ছেলেকে পড়ালেখা শেখাবেন সেই চিন্তায় কল্পনাদেবীর রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। একই রাতে ৮ টি বাড়িতে চুরি হওয়ার ঘটনাকে

জানা যায় এক কিলোমিটারের মধ্যে ৮ টি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ ঘরে দরজা ভেঙে সোনার গয়না, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। ১১ নম্বর আমঝাড়া গ্রামের বাসিন্দা শান্তি সরদার জানিয়েছেন, তাঁর ঘরের তালা ভেঙে দুটি মোবাইল ও বাক্সে রাখা নগদ বারো হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। ওই পাড়ার নমিতা সরদার,জীবন মাঝি ও রাজু মাঝির ঘর থেকে মোবাইল ফোন চুরি গিয়েছে। আবার রমাবতী ডিজিটাল চুরির আখ্যা দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা আশীষ মণ্ডল। তার দাবি এলাকায় এর আগে কোনও দিন চুরি হয়েছিলো কী না তা সকলের অজানা। চুরির ঘটনায় তারা আতঙ্কিত। ঘটনার বিষয়ে ১০ ও ১১ নম্বর আমঝাড়া গ্রামের বাসিন্দারা বাসন্তী থানায় মঙ্গলবার অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বাসন্তী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক কিংবা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশুর। মৃতের নাম অরণ্য সরদার(৬)। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে গোসাবা থানার অন্তর্গত বালি ২ পঞ্চায়েতের বিরাজমণি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই শিশু বাড়ির সামনেই খেলছিল। সেই সময় একটি দ্রুতগতির মোটর চালিত ইঞ্জিনভ্যান তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ধাক্কায় ওই শিশু রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। পরিবারের লোকজন ঘটনার কথা জানতে পেরে ওই শিশু কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই শিশু। অন্যদিকে শিশুর মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছাতেই মৃত শিশুর বাবা তাপস সরদার ও মা বকুল সরদার সহ এলাকার লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়ে। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। ক্যানিং থানার পুলিশ শিশুর মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

জীবিকার নতুন দিশা কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন পৃথিবীর সেরা বাদাবন। ৫০ লক্ষ মানুষের বাস জীবন–জীবিকা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও অনিশ্চয়তার পথে, বছরে একবার ধান চাষ তাও প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় অতি বর্ষণে চাষিরা ঘরে ফসল তুলতে পারে না, বিকল্প কর্মসংস্থানের কোনও পথ নাই, বিগত কয়েক বছরের করোনা মহামারী, লকডাউন আম্ফান,ফনি, ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের কবলে সুন্দরবনবাসী দিশেহারা, চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিনযাপন করছে বড় অংশের মানুষ, জীবিকার তাগিদে রাজ্যের বাইরে কাজ করতে চলে যাচ্ছে বাড়ির পুরুষ লোকেরা , মেয়েরা বসে নেই। তারাও সন্তান,সন্ততির মুখে খাদ্য তুলে দিতে ঝিয়ের কাজ করতে কলকাতামুখী হচ্ছে, অথচ কয়েক বছর আগে এই মানুষগুলোর গলায় ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল জীবন–জীবিকার সংকট ছিল না, কিন্তু আজ বড় অসহায় নোনাজল মিঠে মাটির মানুষগুলো, এদের কথা ভেবে সুন্দরবনের ভূমিপুত্র লোকমান মোল্লা র হাতে গড়া স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটি, তার মাধ্যমে অসহায় দুঃস্থ মানুষের জীবন–জীবিকার কিছুটা সাহায্যের জন্য বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কে আবেদন করেন, বিভিন্ন স্তরের সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করছে এরকম একটি উদ্যোগ দেখা গেল কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন এই সংস্থার উদ্যোগে সুন্দরবনের প্রান্তিক তপশীল জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়–এর ১০০০ পরিবারকে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে মাছ চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, প্রথম পর্যায়ে ৫০০ পরিবারকে পরীক্ষামূলকভাবে দু'বছরের জন্য চুন, মাছ ও উন্নত মানের মাছের খাদ্য দেওয়া হয়েছে, গতবছর প্রতিটি পরিবারকে কুড়ি কেজি চুন ৬ কেজি মাছের চারাপোনা ও তিন বস্তা মাছের খাদ্য দেওয়া হয়েছিল ,সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বেশিরভাগ পরিবার পুকুরের মাছ খেয়েছে তার পরেও ১০,২০ হাজার এমনকি ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছে, এবারও উক্ত ৫০০ পরিবারের ৬ কেজি মাছ, ও দু বস্তা মাছের খাদ্য ও মাছের রোগের প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত মৎস্য বিজ্ঞানীগণ এই সমস্ত চাষিদের পরামর্শ দিয়ে চলেছে রবিবার

এক অনুষ্ঠানে নারায়ণতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির মাঠে মিলন তীর্থ সোসাইটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় ও মৎস্য গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে ৫০০ চাষির হাতে মাছের চারাপোনা ও মাছের খাদ্য তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানের সূচনা করে অধিকর্তা ডক্টর বসন্তকুমার দাস বলেন, সুন্দরবনের হতদরিদ্র মৎস্যজীবীরা আগামী দিনে স্বনির্ভর হবে এই আশা ভরসা এবং বিশ্বাস নিয়ে ১ হাজার পরিবারের মধ্যে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চেষ্টা করছি। তিনি আরো বলেন,মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য , আপনাদের সবাইকে মাছ খেতে হবে একথা অনস্বীকার্য ,কিন্তু মনে রাখতে হবে ,মাছ বিক্রি করে মূলধন যদি না রাখা যায় তাহলে পরবর্তী বছরে মাছ চাষ করা যাবে না, আমাদের সংস্থা চিরকাল আপনাদের অনুদান দিতে পারবে না ,আপনারা স্বনির্ভর হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লোকমান মোল্লা বলেন, লকডাউন, আম্ফান, ফনি, ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত সুন্দরবনবাসী কাজ নেই ইনকামের সুযোগ নেই, এক দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা নিয়ে এখানকার গরিব মানুষের থাকতে হচ্ছে বিকল্প কর্মসংস্থানের ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ আছে উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করতে পারলে, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা ডঃবসন্ত কুমার দাস এর উদ্যোগকে ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি ভালোবাসা ও দরদ না থাকলে এ কাজ করা সম্ভব নয়, তিনি আরো বলেন সুন্দরবনের ৮০ শতাংশ মানুষের ছোট বড় পুকুর আছে ,এখানে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে মাছ চাষ করতে পারলেই সুন্দরবনের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর প্রভূত উন্নতি হবে এবং সুন্দরবনবাসী স্বনির্ভর হতে পারবে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী অর্চন কান্তি দাস, পি কে পারিধা, শ্রেয়া ভট্টাচার্য প্রমুখ। দ্বিতীয়বার মাছ ও মাছের খাদ্য পেয়ে মাছচাষিরা খুবই আনন্দিত। মৎস্যজীবী সুনীল হালদার জানালেন, এই মাছ ও মাছের খাদ্য আমাদের খুবই উপকারে লাগবে গতবছর পেয়েছিলাম সারাবছর মাছ খেয়েছি এবং কমবেশি ১৮ হাজার টাকার মাছ বিক্রি করেছি।

সুন্দরবনে সিবিআই হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোট–পরবর্তী হিংসার ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার ২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো সিবিআই এর বিশেষ টিম। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আরো বেশ কয়েকজনকে খুঁজছে সিবিআই। ঘটনা টি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানা চুনাখালী এলাকায়। চুনোখালি গ্রাম পঞ্চায়েতটি গোসাবা বিধানসভার অন্তর্গত। গত বিধানসভা ভোটের পরে সেখানে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস চালায় শাসকদল তৃণমূল, এমনই অভিযোগ বিরোধীদের। বেশকিছু বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের শ্রীলতাহানি ও ধর্ষণের ঘটনাও

ঘটায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে সিবিআই এর ৫ সদস্যের বিশেষ দল ওই এলাকায় আসে। অভিযুক্তদের বাড়িতে হানা দেয়। ধর্ষণের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা হলেন বিক্রম মণ্ডল ও নিত্যানন্দ বৈদ্য। এই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরো কয়েকজন অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক।

শুধু তাই নয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ যাদের ইন্ধনে তারা রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটিয়েছিল এবং ধর্ষণ করেছিল সেই সমস্ত মূল অভিযুক্তদের সিবিআই কেন গ্রেফতার করছে না। চুনাখালী গ্রামের এক মহিলাকে বিজেপি করার অপরাধে তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয় এবং ধর্ষণ করা হয়। তারপর বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয় ওই পরিবার। তারপর শুরু হয় তদন্ত। বৃহস্পতিবার সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দেরকে গ্রেফতার করে সিবিআইয়ের বিশেষ দল। ধৃতরা সিবিআই এর জেরাতে অভিযোগ স্বীকার করেছে। মূলত এলাকার তৃণমূলের দাপুটে নেতা নুরুল হদার নেতৃত্বে তারা এই অপরাধ সংগঠিত করেছিল এমনটাই সিবিআই এর কাছে জানিয়েছে তারা। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাতের অন্ধকারে বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর করা অভিযোগ উঠলো যুব তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে গোসাবা ব্লকের অন্তর্গত চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বয়ারসিং মুড়ি পাড়া এলাকায়। ঘটনায় জখম হয়েছেন নিরাঞ্জন নস্কর,তপন নস্কর ও তপনের স্ত্রী মঞ্জু নস্কর। রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনা ঘটায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পেশায় একজন ফেরিওয়ালা তপন নস্কর। তিনি মাদার তৃণমূলের সমর্থক। ভ্যানে করে পাড়ায় পাড়ায়

জামাকাপড় বিক্রি করেন। এদিন রাতে বাজার থেকে বাড়িতে ফিরে সবে মাত্র বারান্দায় বসেছিলেন। অভিযোগ যুব তৃণমূল আশ্রিত জনা দশেক দুষ্কৃতী লাঠি,লোহার রড নিয়ে তার বাড়িতে চড়াও হয়। তাকে বেধড়ক মারধর করে পুকুরের জলে ফেলে আবারও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সেই সময় তপনকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় তাঁর স্ত্রী মঞ্জু। অভিযোগ তাঁকে ও তার বৃদ্ধ শ্বশুর কে লাঠি,লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। রাতের অন্ধকারে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে স্থানীয়রা দৌড়ে আসলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। প্রতিবেশীরা জখম অবস্থায় তিনজন কে উদ্ধার করে রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে বাবা,ছেলে ও ছেলের স্ত্রী ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় যুব তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এটা নিছক ওদের পারিবারিক ব্যাপার। যুব তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য ফন্দি এঁটেছে।

ঐতিহ্য বাঁচিয়ে শুরু সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি অবহেলায় ধ্বংস হয়ে ঐতিহ্য নষ্ট হতে বসেছিল ক্যানিং শহরের। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং শহরের শেষ ঐতিহ্য লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ি। সংস্কারের অভাবে বাড়িটি ভেঙে পড়ছিল। যদিও ২০১৮ সালে এই ঐতিহ্যবাহী ভবনটিকে ঐতিহ্যশালী ভবনের স্বীকৃতি দেয়। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে সংস্কার কাজ।

যাতে করে পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ভবনটি রেখে পুরো সংস্কার করা যায় এবং ভেঙে না পড়ে তার জন্য বুধবার দুপুরে লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়িটি পরিদর্শন করে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন আর্কিওলজি সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ও হেরিটেজ দফতরের প্রতিনিধি দল।

মূলত বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন জায়গায় গাছ অগাছা জন্মানোয় সেই সব গাছের শিকড় দিয়ে বৃষ্টির জল বিল্ডিংয়ের প্রচুর ক্ষতি করেছে। সেই গাছগুলো কেটে এবং কেমিক্যাল দিয়ে শিকড়গুলো নষ্ট করা হবে। ইতিমধ্যে বিল্ডিংয়ের উপর জন্মানো গাছ কাটার কাজ শুরু হয়েছে। পুরো

বিল্ডিংটা কীভাবে হবে তারও নকশা তৈরি করা হবে। পাশাপাশি একটি বাজেটও তৈরি করা হবে। এছাড়া বর্ষাকালের জন্য পুরো বিল্ডিং ত্রিপল দিয়ে ঢেকে কাজ করা হবে, যাতে করে ভেঙে না পড়ে।

উল্লেখ্য, ১৬৯ বছর আগে সুন্দরবনের খুব কাছেই মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত এই বিলাসবহুল বাড়িটিতে দিন কাটিয়েছিলেন এক ব্রিটিশ দম্পতি। ভদ্রমহিলা ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত এক চিত্রশিল্পী। তাঁরই শিল্পকলার জাদু আজও শোভা পায় সুদূর ইংল্যান্ড সহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন জাদুঘরে। তৎকালীন সময়ে প্রত্যন্ত এই সুন্দরবন থেকে সুন্দরবনের নদীনালা, প্রাকৃতিক বৈচিত্র সহ গ্রাম বাংলার ছবি এঁকে তাঁর এক বিখ্যাত বান্ধবীকে চিঠি পাঠাতেন। আর সেই বান্ধবী হলেন খোদ রাণী ভিক্টোরিয়া। বিখ্যাত সেই চিত্রশিল্পী ভদ্রমহিলার শ্বশুর ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আর তাঁর স্বামী ছিলেন চার্লস ক্যানিং (লর্ড ক্যানিং)। চিত্রশিল্পী ভদ্রমহিলা হলেন শার্লোটের।

তৎকালীন সময়ের তাঁর সেই সাধের ঐতিহ্যবাহী বিলাসবহুল বাড়িটি সংস্কারের অভাবে আজ বিলুপ্তির পথে! পাশাপাশি সুন্দরবনের বুক থেকে চিরতরে শেষ হতে চলেছে ব্রিটিশ ইতিহাসের শেষ স্মৃতির অধ্যায়টিও। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক তৎপরতায় ক্যানিং হাউসের ভাগ্যের শিঁকে ছিঁড়লো বলে মনে হচ্ছে। কাজের শেষে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশের আশায় দিন গুনছেন ক্যানিংবাসী।

রাস্তা মেরামত করলেন আইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সবে মাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে ক্যানিং থানার আইসি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন সৌগত ঘোষ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংস্থা,রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। তবে তিনি সে সব প্রসঙ্গে আবেগে ভেসে যেতে রাজি নন। তিনি পুলিশের উর্দি গায়ে চাপিয়ে সাধারণের পাশে থেকে কাজ করতে ইচ্ছুক,ইতিমধ্যে কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমনটাই ধারণা তৈরি করছেন।

ক্যানিং থানার দায়িত্ব নেওয়ার পরই প্রতিদিনই সৌগত বাবু এলাকা পরিদর্শন করতে বের হন। অন্যান্য দিনের মতো সোমবার রাতে এলাকা পরিদর্শনের জন্যে বেরিয়ে রওনা দিয়েছিলেন হেড়োভাঙার দিকে। নজরে পড়ে রাস্তার মধ্যে বিশাল খানাখন্দ। সাধারণ মানুষ এবং যানবাহন চলাচলের সময় যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আচমকা গাড়ির ড্রাইভার কে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দেন। গাড়ি থামতেই রাস্তায় নেমে পড়েন খোদ আইসি। সেই মুহূর্তে অন্যান্য পুলিশ কর্মীরাও কোনও কিছুই বুঝতে না পেরে তাঁরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। আচমকা রাস্তার খানাখন্দ মেরামতি করার কাজে হাত লাগান খোদ ক্যানিং থানার আইসি। কেন এমন উদ্যোগ সে প্রসঙ্গ অবশ্য এড়িয়ে গিয়েছেন ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ। অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে পুলিশ কর্মীরা রাস্তা মেরামতির কাজ করছেন নজরে পড়ে এলাকার সাধারণ মানুষের। তাদের দাবি, ক্যানিং–হেড়োভাঙা রোডের সাতমুখী বাজার সংলগ্ন রাস্তায় খানাখন্দে ভরা। বর্ষায় জল জমে পুকুর তৈরি হয়। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। কারোর কোনও হেলদোল ছিলো না। পুলিশ প্রশাসন রাতের অন্ধকারে এমন উদ্যোগ নিয়ে রাস্তা মেরামত করবে তা কোনও দিনই ও আমাদের ধারণা ছিলো না। নতুন আইসি কে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বৃত্তি চালু করলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন,পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ। যার খ্যাতি সমগ্র বিশ্বজোড়া। বিশ্বজোড়া খ্যাতি হলেও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর জন্য অনেক প্রতিভা অচিরে হারিয়ে যায়। সুন্দরবনের বুক থেকে কোনও প্রতিভাধর

ছাত্রী অর্থনৈতিক কারণে যাতে করে হারিয়ে না যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক,প্রাক্তন প্রযুক্তিবিদ তথা কর্নেল ভুপাল লাহিড়ি মেমোরিয়াল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা শুভ্রেন্দু রায়চৌধুরী। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রীদের জন্য যথাক্রমে ৫০০ ও ১০০০ টাকা করে বৃত্তি চালু করলেন। বুধবার বিকালে তাঁরই উদ্যোগে এমনই কর্মযজ্ঞ শুরু হয় প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের নফরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নীলকণ্ঠপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক বিবেকানন্দ পাল,শিক্ষক শংকর সরকার ,স্বদেশ রঞ্জন মান্না,সুকুমার মৃধা, সুজয় ধাড়া, অমর মণ্ডল প্রমুখ। এদিন প্রাথমিক ভাবে সুন্দরবন অঞ্চলে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সহায়তা দানের জন্য মাসিক পাঁচশো ও এক হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। এদিন নফরগঞ্জ বৈদ্যনাথ বিদ্যাপীঠের ছাত্রী মধুমিতা গায়েন, সামিমা সুলতানা এবং অয়ন্তিকা দিন্দাদের হাতে মাসিক বৃত্তি ও শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। মধুমিতা এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৪% পেয়েছে। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৭০। এছাড়াও অপর দুই ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় যথাক্রমে ৬৩৭ এবং ৬৫৬ নম্বর পেয়েছে। উল্লেখ্য সুন্দরবন অঞ্চলের দুঃস্থ মেধাবী মেয়েদের এই ধরনের আর্থিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে শুধু সহায়তা নয়,যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের ছাত্রীদের উৎসাহিত করা যায় সেই প্রচেষ্টা কে বাস্তবায়িত করার জন্য লক্ষমাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন সাহিত্যিক শুভ্রেন্দু রায়চৌধুরী।

উল্লেখ্য, সাহিত্যিক শুভ্রেন্দু রায়চৌধুরী অনুভব ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দীর্ঘ দিন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে আসছিলেন। চলতি বছর নিজেই ট্রাস্ট গঠন করে সুন্দরবনে এই ব্যবস্থা চালু করলেন। শুধু বৃত্তি প্রদান নয় সুন্দরবনের বেশ কিছু জায়গায় ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি,কম্পিউটার শিক্ষা ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী গৃহ পুনঃনির্মাণ ইত্যাদি কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং আজও নীরবে করে চলেছেন।

KHANDAGHOSH P.S CASE NO 59/2021
DT - 27/03/2021 U/S - 363 IPC

সেখ সাকির উদ্দিন পিতা - সেখ সামস উদ্দিন বয়স 17,
পরনে - কালো রংয়ের ফুল প্যান্ট ও লাল রংয়ের ফুলহাতা টি শার্ট
গত 22/03/2021 তারিখ গ্রাম -আমিলা ,থানা - খণ্ডঘোষ
জেলা - পূর্ববর্ধমান থেকে নিখোঁজ ।
সন্ধান পেলে নিচের নম্বরে জানানোর অনুরোধ রইল ।
খণ্ডঘোষ থানা
03451-262260 // 9434583237

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২৫ জুন– ১ জুলাই, ২০২২

হিমশৈলের চূড়া

রাজ্যে শিক্ষা কেলেঙ্কারী নিয়ে তোলপাড় চলছে। সারা দেশের লোকই প্রবল আগ্রহ নিয়ে প্রতিদিনই লক্ষ্য করছেন পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ নিয়ে এত বড়ো দুর্নীতির স্বরূপ। দুর্নীতি এক দিনে পল্লবিত হয় না। রাজ্যের জ্বলন্ত বেকার সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ সম্প্রদায়ের যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখনই শুরু হয় ক্ষোভ বিক্ষোভ। দিনের পর দিন যোগ্য প্রার্থীরা পথে ঘাটে ফুটপাথে অনশন আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। এখনও মাঝে মধ্যেই এই নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ অব্যাহত। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের অবস্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনকারীদের পাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে থাকছেন।

এই হিমশৈলের চূড়া সম দুর্নীতির সূত্রপাত গত বাম আমলেই। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সুকৌশলে রাজনৈতিক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলেছে দীর্ঘদিন। তখন এমন খুল্লম খুল্লা আর্থিক ঘুষের ব্যাপারটি সামনে আসেনি। সেই সময়ে বিরোধী দল বর্তমানের শাসক দল বাম আমলের দুর্নীতি নিয়ে 'অনিলায়ন' কিংবা 'লালিকরণে'র অভিযোগ আনতেন। সেই সময়ে প্রধানত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চূড়ান্ত রাজনৈতিক নিয়োগ ঘটেছে। বিচার ব্যবস্থার গতিহীনতার কারণেই সে সময়ে অনেক বঞ্চনার কাহিনী সামনে আসেনি। অনেক সত্য ধামাচাপা পড়ে গেছে। পরিবর্তনের সরকার কথা দিয়েছিলেন এ বিষয়ে আকাদেমিক অডিট হবে, কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। পরবর্তী কালে প্রাথমিক থেকে উচ্চ–প্রাথমিক সর্বত্রই নানা নিয়োগ দুর্নীতির 'প্যানডোরার বাক্স' মুক্ত হয়ে গেছে। সৌজন্যে কলকাতা হাইকোর্টের কিছু আইনজীবী এবং কিছু বিচারক। সম্প্রতি রাজ্যের এক মন্ত্রী কন্যার চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বঞ্চিত সেই যোগ্য প্রার্থীকে চাকরি ফেরানো এবং অর্থ ফেরানোর মাধ্যমে আদালত তার সম্মান অনেক বাড়িয়েছে। চাকরি প্রার্থীদের কাছে সেই সব আইনজীবী ও বিচারক এখন দেবতা তুল্য। রাজ্যের সব মানুষই এগুলি প্রতিদিনই দেখছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই সাড়া জাগানো শিক্ষা কেলেঙ্কারি কোনও প্রতিক্রিয়া ফেলবে কিনা তা হয়তো সময়ই বলবে।

রাজ্যের শিক্ষা দফতর শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। শিক্ষার নিয়োগ সংক্রান্ত অনেক অভিযোগই আর্থিক কারণে আদালতের দরজায় পৌঁছতে পারে না। সেক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসন যদি আলাদাভাবে কোনও উদ্যোগ নেন তাহলে রাজ্যের বহু যোগ্য চাকরিপ্রার্থী যেমন উপকৃত হবেন তেমনই দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকরা আর দুর্নীতি করার সাহস পাবে না। অন্যদিকে যারা এই শিক্ষা দুর্নীতির পাপ কাজে লিপ্ত তাদের প্রতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আরও কঠোর হবেন প্রত্যাশা করে রাজ্যবাসী। দলের এবং সরকারের স্বচ্ছতা বাড়াতে প্রতিটি নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিকার করতে রাজ্য সরকার স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলে তরুন চাকরি প্রার্থীদের কাছে প্রকৃত সহমর্মিতার বার্তা পৌঁছবে। দিনের পর দিন কঠোর পড়াশোনা করার পর যখন তারা যোগ্যতা অর্জন করে এবং কিছু দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তির জন্য তাদের মুখের গ্রাস অন্য কেউ কেড়ে নেয় তখন প্রতিবাদী আন্দোলনই একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়। যে সমস্ত আইনজীবীরা এই প্রতিবাদী যোগ্য প্রার্থীদের পাশে ছিলেন তারা সবাই ধন্যবাদ যোগ্য। কোনও ধামা চাপা দেওয়ার রাজনীতি নয় স্বচ্ছতা ও সততার সঙ্গে রাজ্য সরকার এই চাকরি প্রার্থীদের পাশে দাঁড়ান এটাই লক্ষ লক্ষ অভিভাবক, পরিবার পরিজনদের প্রত্যাশা।

প্রয়োজনে বাম আমলের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করুন রাজ্য সরকার। সেসব দিনের সেসব সত্য সামনে এনে কর্মরত অনেক অধ্যাপক অধ্যাপিকার চাকরি যেমন অনিশ্চিত হয়ে যোবে তেমনি অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরাও রেহাই পাবে না। অনেকের পেনশন হয়তো বন্ধ করতে হবে। অনেক এমএলএ নেতা মন্ত্রীর ছত্রছায়ায় থেকে বহু অযোগ্য প্রার্থী স্রেফ দুর্নীতির সুবাদে বাম আমলে চাকরি পেয়েছেন সেগুলোও সামনে আসুক।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

শ্রীঈশোপনিষদ আমাদের সেই রকম ভগবৎ সেবার নির্দেশই দিচ্ছেন।

ভগবৎ অনুশীলনে অনুরক্ত না হলে মৃত্যুর সময় যখন দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন মানুষ কী স্মরণ করবে, এবং তখন তাঁর উৎসর্গের কথা স্মরণ করার জন্য সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে কিভাবে সে প্রার্থনা করবে? উৎসর্গের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের স্বার্থ অস্বীকার করা। জীবিতকালে ভগবানের সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়োগ করার কৌশল শিক্ষা করতে হয়। তা হলে মৃত্যুর সময় এই রকম শিক্ষার ফলকে সদ্ব্যবহার করা সম্ভব।

ফেসবুক বার্তা

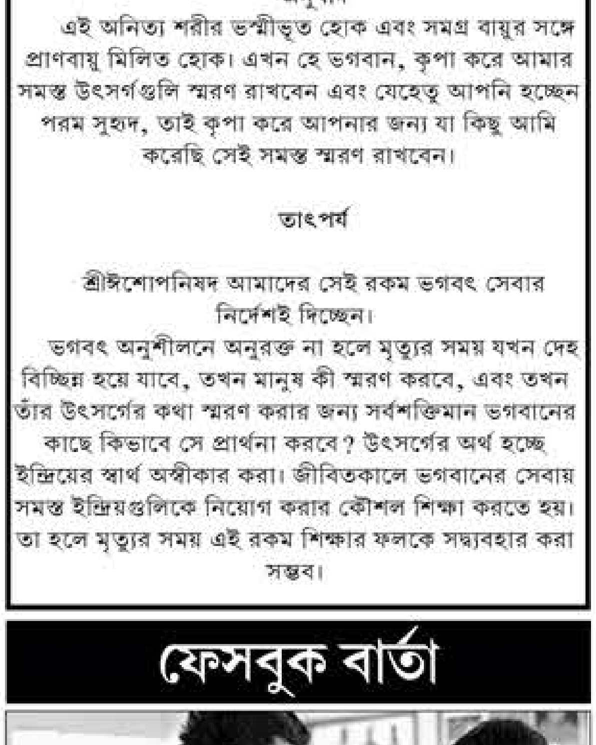

তুরুপের তাস দ্রৌপদী মুর্মু

ওঙ্কার মিত্র

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছে, যখন বিরোধী দলগুলি দেশের শীর্ষ পদের জন্য তাদের পছন্দ হিসাবে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহার নাম ঘোষণা করেছে।

মুর্মুর নাম ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। মোদি পরে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে বলেন, ''শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুজী তাঁর জীবন সমাজের সেবা এবং দরিদ্র, নিপীড়িত এবং প্রান্তিকদের ক্ষমতায়নের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তাঁর সমৃদ্ধ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী তিনি হবেন আমাদের জাতির একজন মহান রাষ্ট্রপতি।''

উত্তরে মুর্মুজী বলেছেন, ''আমি আপনাদের সকলের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হওয়ার খবর পেয়েছি। আমি এখনই এটা নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।''

দ্রৌপদী মুর্মু কে এবং কেন তিনি উল্লেখযোগ্য?

১৯৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন দ্রৌপদী। দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের উপজাতি সম্প্রদায়ের একজন রাজনীতিবিদ। নির্বাচিত হলে, ৬৪ বছর বয়সী মুর্মু হবেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ওড়িশার আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে। তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রথম সদস্য যিনি ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একবার ওড়িশায় বিজু জনতা দলের (বিজেডি) মন্ত্রিসভার অংশ ছিলেন যখন নবীন পট্টনায়েক বিজেপির সমর্থনে সরকার গঠন করেছিলেন। এনডিএ প্রার্থীকে সমর্থন করছেন বিজেডির নবীন পট্টনায়েক। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে মুর্মুর নির্বাচন বিরোধী শিবিরকে কঠোরভাবে আঘাত করতে পারে, যা তাকে সমর্থন না করা কঠিন বলে মনে করবে কারণ তিনি ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ছিলেন, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা দ্বারা শাসিত একটি উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য, একটি ইউপিএ অংশীদার। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, বিরোধী দলের অংশ হওয়ায়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য যৌথ–বিরোধী প্রার্থী হিসাবে যশবন্ত সিনহাকে সমর্থন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু মুর্মু, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল হওয়ায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক উপভোগ করেন। এটি জেএমএমকে শক্ত অবস্থানে ফেলতে পারে। ২০১৭ সালে, মুর্মু ঝাড়খণ্ডে

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

জমি ভাড়া আইন সংশোধন করার পূর্ববর্তী বিজেপি সরকারের পরিকল্পনা ব্যর্থ করেছিলেন। তিনি ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব (সিএনটি) আইন এবং সাঁওতাল পরগনা প্রজাস্বত্ব (এসপিটি) আইন সংশোধন করার বিল ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ডের

আদিবাসীরা আক্রমণাত্মকভাবে পূর্ববর্তী বিজেপি সরকারের সিএনটি এবং এসপিটি আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিরোধিতা করেছিল।

এটি দ্রৌপদী মুর্মুকে একজন শক্তিশালী প্রশাসনিক উপজাতীয় নেতা করে তোলে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, বিজেপি ওড়িশায় তার রাজনৈতিক দখলকে শক্তিশালী করতে এবং ঝাড়খণ্ডে জায়গা পেতে চায় যেখানে তারা ২০১৯ সালের নির্বাচনে হেরেছিল।

এই পদক্ষেপ বিজেপিকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে

এটা বিজেপির দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক পরিকল্পনা হতে পারে। এই বছরের শেষের দিকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এটি গুজরাটের প্রধানমন্ত্রী মোদীর ঘাঁটি থেকে স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক সুবিধাও দিতে পারে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, গুজরাটে ১৪ শতাংশেরও বেশি উপজাতীয় জনসংখ্যা রয়েছে। গুজরাটের ডাং–এর মতো জেলাগুলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত। এই পদক্ষেপটি উত্তর–পূর্বে বিজেপির জন্য ইতিবাচকভাবে একটি বিশাল নির্বাচনী প্রভাব ফেলতে পারে, যেখানে উপজাতীয় জনসংখ্যা অনেক বেশি। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, ভারতের মোট উপজাতীয় জনসংখ্যা ছিল ৮.৬ শতাংশ। তবে নির্দিষ্ট রাজ্যে সংখ্যা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। গ্রামীণ এলাকায় মোট জনসংখ্যার ১১.৩ শতাংশ এবং শহরে ২.৮ শতাংশ তফসিলি উপজাতি।

উপজাতীয় জনসংখ্যা মিজোরামে ৯৪.৪%, নাগাল্যান্ডে ৮৬.৫%, মেঘালয়ে ৪৬.১%, অরুণাচলে ৬৮.৮%, মণিপুরে ৩৫.১%, সিকিমে ৩৩.৮%, ত্রিপুরায় ৩১.৮%, ছত্তিশগড়ে ৩০.৬%, ঝাড়খণ্ডে ২৬%, গুজরাটে ২৮%, জম্মু এবং কাশ্মীরে ১১.৯%।

ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্য, যেখানে বিজেপি আগের বিধানসভা নির্বাচনে তাদের দখল হারিয়েছিল, এই সিদ্ধান্ত থেকে তারা কিছুটা ভিত্তি পেতে পারে। একজন উপজাতীয় রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর বিরোধিতা করা এমনকি ভূপেশ বাঘেলের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের ব্যবস্থাকেও মূল্য দিতে হতে পারে, কারণ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ছত্তিশগড়ে ৩০ শতাংশের বেশি উপজাতি জনসংখ্যা রয়েছে।

এই পদক্ষেপ মধ্যপ্রদেশে বিজেপিকে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে ২০ শতাংশেরও বেশি আদিবাসী জনসংখ্যা রয়েছে। বিজেপি গত বিধানসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশে জয়লাভ করা সত্যিই কঠিন বলে মনে করেছিল এবং এটি শুধুমাত্র জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার তার সমর্থক বিধায়কদের সাথে বিদ্রোহ ছিল যা কমলনাথের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে পতনের পর বিজেপিকে সরকার গঠনে সহায়তা করেছিল। পরবর্তীকালে, এটি শীর্ষ পদের জন্য যৌথ–বিরোধী প্রার্থী যশবন্ত সিনহার বিরুদ্ধে বিজেপি এবং এনডিএ–কে এগিয়ে দেবে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় ধারণা।

রাজনৈতিক হিসাব নিকাশ ছাড়াও অঙ্কের বিচার বলছে, পাল্লা ভারী এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদীর দিকেই। এনডিএর সঙ্গে ইতিমধ্যেই সমর্থন জানানো বিজেডি–র সংখ্যা ধরলে পিছিয়ে যাবেন বিরোধী প্রার্থী যশবন্ত সিনহা। এর সঙ্গে জেএনএন, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, টিডিএস আদিবাসী সমর্থন ধরে রাখতে যদি এনডিএর দিকে ঢলে পড়ে (সূত্র বলছে, সেই সম্ভাবনা প্রবল) তাহলে তো দ্রৌপদীদেবীকে আটকাবার কেউ থাকবে না। এর পাশাপাশি যদি কোনও রাজনৈতিক নেতা নেত্রী শুধুমাত্র বিরোধীতা করার কারণে দ্রৌপদী দেবীকে কটাক্ষ করে বসেন (যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে) তার প্রতিঘাত আদিবাসী সমর্থনে প্রবলভাবে পড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

প্রাণ ফিরবে ঝিলের সাঁতরে বেড়াবে মাছেরা

বরুণ মণ্ডল

জুলাই মাসের শ্রাবণের ভরা বর্ষায় বেহালার সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনশিপ এরিয়ার ২ ও ৩ নম্বর ঝিলে আবার আগের মতো ছোটো–বড়ো তরঙ্গ বইবে। শীতল মিষ্টি বাতাস স্থানীয় অঞ্চলে ভ্রমণকারীদের মনে দোলা দিয়ে যাবে। বক–পানকৌড়ি–মাছরাঙা ও অন্যান্য পাখিরা আবার ফিরে আসবে। এমনই দৃঢ় আশার আলো শোনালেন বেহালা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির (স্থাপিত : ২৩ আগস্ট, ১৯৭৩ সাল) প্রবীণ দায়িত্বশীল সদস্য রাজকুমার পাত্র। তিনি জানান, 'বেনফিশ'এর ('ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিসারমেন'স কো–অপারেটিভ ফেডারেশন লিমিটেড) আর্থিক সহায়তায় বেহালা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির উদ্যোগে কমবেশি সাড়ে ১৮ বিঘা জলাশয় বিশিষ্ট ২ নম্বর ঝিল ও কমবেশি ২৬ বিঘা জলাশয় বিশিষ্ট ৩ নম্বর ঝিলের কচুরিপানা তোলা ও জলকে মাছ চাষের উপযুক্ত জায়গায় নিয়ে আসার কাজ আগামী শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হবে।

রাজকুমার পাত্র জানান, ৩০০ বিঘা ক্ষেত্রমাণ বিশিষ্ট রাজ্যের আবাসন দফতরের সরসুনা আবাসন এলাকাটি একসময় হোগলাবনে ঢাকা ছিল। আবাসন দফতরের থেকে ৯৯ বছরের লিজে রাজ্যের মৎস্য দফতরের দায়িত্বে আসা এই তিন সুবৃহদায়তন জলাশয়ে ১৯৮৫ সাল থেকে যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মৎস্য দফতরের আন্ডারটেকিং 'বেহালা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি' মাছ চাষ করে আসছে। দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে এই

সমিতি এখানে মাছ চাষ করছে। ২০২০ সালের মার্চে কোভিড নাইন্টিন শুরু হওয়ায় প্রথমবার এই জলাশয়ে মাছ চাষে ব্যাঘাত ঘটলো। কোভিড না এলে এই অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতো না। রাজকুমার পাত্র বলেন, আমাদের সমিতির ১১৯ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জন কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার ফলে সমিতির সদস্যদের কাজে নিযুক্ত করায় খুবই সমস্যা দেখা দিল। যারা কাজে যেতে উদ্যোগী ছিল, তারাই কাজে যেতে ভয় পেতে লাগলো। ফলে কাদের দিয়ে কাজ করাবো। ২০২০ – র মার্চের পর থেকে ৩ নম্বর ঝিলে পানা ছিল। ফলে সমিতি থেকে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ব্যয় করে ২০২০ তে পুরো জলাশয় থেকে কচুরি পানা তোলা হয়। কিন্তু সেই জলকে মাছ চাষের উপযুক্ত করে মাছ চাষ করতে গেলে যে লোকবল দরকার কোভিডের ফলে তা পাওয়া গেলো না। এর ফলে নানা চেষ্টা করেও কাজ চালু করতে পারা যায়নি। আর ২ নম্বর ঝিলটি কমবেশি ১০ মাস যাব পুরো জলাশয়টি কচুরিপানায় ভরে রয়েছে। কাজের লোকের অভাবে প্রথম দিকে পানা তুলতে পারিনি। এখন এটাও কচুরি পানায় ভরে গিয়েছে। রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতরের ১০০ দিনের কাজের সেলকে জানালে, তারা জানায় কলকাতা পুর এলাকার জলাশয় হওয়ায় তাদের দফতর এই জলাশয় দু'টিকে পরিষ্কার করতে পারবে না।

২০ জুন সল্টলেক সেক্টর ফাইভস্থিত বেনফিশের অফিসে বসে সমিতির কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার পাত্র বলেন, আজ ২০ জুন বেনফিসে চিঠি জমা করলাম ওই জলাশয় দু'টি সংস্কারের অর্থ মঞ্জুর করতে। আশা করছি অর্থ মঞ্জুর হবে। আমাদের সমিতি এসব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়। ওই জলাশয় দু'টি পরিষ্কার করার বিষয়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে চেষ্টা করছি। বেনফিশ থেকে জলাশয় দু'টি পরিষ্কার করার বিষয়ে। ১০ – ২০ হাজার টাকার কাজ হলে আমরা সমিতি থেকে করে নিই। কিন্তু বড়ো প্রজেক্টের কাজ হলে আমরা বেনফিশের অর্থে এই কাজ করে থাকি। ওরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে ওদের দফতরের লোক নিয়ে এসে এই জলাশয় দু'টির কচুরিপানা তোলার কাজ করে দেবে।

রাজকুমারবাবু বলেন, স্থানীয় বর্তমান পুরপ্রতিনিধি মালবিকা বৈদ্যর সঙ্গে একাধিক বার এ বিষয়ে সভা হয়েছে। স্থানীয় ওয়ার্ড অফিসে। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, অতি দ্রুত জলাশয় দু'টি সংস্কার করতে। তবে শুধু কচুরিপানা তুললেই হবে না। মাছ চাষের উপযুক্ত করতে সময় লাগবে। জল ও নোংরা পরিষ্কার করতে সময় লাগবে। এাকজে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। আমরা ৩৭ বছর যাবৎ ওই তিন জলাশয়ে মাছ চাষ করছি। মূলত করোনার জন্য কাজের লোকের অভাব হেতু এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনা ঘটলো। আমাদের ওখানে মাছ চাষে প্রশাসনিক কোনও সমস্যা নেই। বর্তমান পুলিশ প্রশাসন থেকে খুবই সাহায্য করা হয়। সমস্যা হলো বিপুল পরিমাণ মাছ চুরি। ৩ নম্বর ঝিলের দক্ষিণ – পূর্ব দিক থেকে নিয়মিত মাছ চুরি হয়। রাতের বেলা নেটিং করে বড়ো আকারের মাছ ধরে নেয়। আমরা সমিতি থেকে সিকিউরিটি লাগিয়ে সরসুনা থানাতে জানিয়েও এই মাছ চুরি রোধ করতে পারিনি। নিয়মিত ছিপ দিয়ে সংসারের নিত্য খাবার মাছ জলাশয় লাগোয়া স্থানীয় বাসিন্দারা ধরে নিচ্ছে। ৩ নম্বর ঝিল সংলগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা বেশি মাছ চুরি করে থাকে বলে রাজকুমারবাবু জানান। প্রসঙ্গত, এই সমিতির নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় এলাকার ছোটো বড়ো মিলিয়ে মোট ১৮টি জলাশয় আছে। যার পরিমাণ ৫৪ হেক্টর (এক হেক্টর = ৭.৪৭৪৯৩ বিঘা)।

দেশ দেশান্তরে

কলম্বিয়ার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্কেজ

প্রণব গুহ

কলম্বিয়ার ভোটাররা বামপন্থীদের প্রতি দীর্ঘদিনের বিদ্বেষকে একপাশে রেখে একজনকে তাদের নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে বেছে নেওয়ার সাথে সাথে তারা আরেকটি মাইলফলক তৈরি করেছে – দেশের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ভাইস প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করা।

প্রাক্তন বামপন্থী বিদ্রোহী গুস্তাভো পেট্রো যখন ৭ আগস্ট রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তখন তার প্রশাসনের একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ফ্রান্সিয়া মার্কেজ হবেন, রবিবারের রানঅফ নির্বাচনে তার সহকর্মী।

মার্কেজ পাহাড়ে ঘেরা একটি প্রত্যন্ত গ্রাম লা টোমা থেকে একজন পরিবেশবাদী কর্মী যেখানে তিনি প্রথমে একটি জলবিদ্যুত প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান সংগঠিত করেছিলেন এবং তারপরে বন্য বিড়াল সোনার খনি শ্রমিকদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যারা সম্মিলিতভাবে মালিকানাধীন আফ্রো–কলম্বিয়ান জমিতে আক্রমণ করেছিল।

রাজনীতিবিদ তার পরিবেশগত কাজের জন্য অসংখ্য মৃত্যুর হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন এবং কালো কলম্বিয়ান এবং অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের জন্য একজন শক্তিশালী মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

লাতিন আমেরিকার একটি মানবাধিকার গ্রুপের ওয়াশিংটন অফিসের আন্দিজ পরিচালক জিমেনা সানচেজ বলেছেন, 'তিনি কলম্বিয়ায় ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে থাকা অন্য যেকোনও ব্যক্তির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।'

সানচেজ বলছিলেন, 'তিনি একটি গ্রামীণ এলাকা থেকে এসেছেন, তিনি এসেছেন একজন ক্যাম্পেসিনো মহিলার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং কলম্বিয়ার সেই এলাকাগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে যা বহু বছর ধরে সশস্ত্র সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কলম্বিয়ার বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ যারা রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তারা সেভাবে জীবনযাপন করেননি।'

তিনি আরও বলেন যে মার্কেজকে সম্ভবত লিঙ্গ বিষয়গুলির পাশাপাশি

ফ্রান্সিয়া মার্কেজ রবিবার কলম্বিয়ার বোগোটাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করার পরে।

দেশের আফ্রো–কলম্বিয়ান জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে এমন নীতিগুলিতে কাজ করার জন্য ম্যান্ডেট দেওয়া হবে।

বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে পেট্রো একটি সমতা মন্ত্রণালয় তৈরির বিষয়ে আলোচনা করেছেন যার নেতৃত্বে থাকবেন মার্কেজ এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করবে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করা এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের মুখোমুখি হওয়া বৈষম্য মোকাবিলা করার মতো বিষয়ে।

মার্কেজ রবিবার বলেছিলেন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে তার মিশনের অংশ হবে বৈষম্য হ্রাস করা।

তিনি একটি জনপ্রিয় কনসার্ট ভেন্যুতে হাজার হাজার সমর্থকের সাথে নির্বাচনের ফলাফল উদযাপন করার সময় মঞ্চে বলেছিলেন, 'এটি তাদের জন্য একটি সরকার হবে যাদের হাতে কলস রয়েছে। আমরা এখানে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচার করতে এবং পিতৃতন্ত্র নির্মূলে নারীদের সাহায্য করতে এসেছি।'

মার্কেজ তার পরিবার দ্বারা নির্মিত একটি ছোট বাড়িতে বেড়ে ওঠেন এবং ১৬ বছর বয়সে তার একটি মেয়ে ছিল, যাকে তিনি নিজেই বড় করেছিলেন। তার মেয়েকে সমর্থন করার জন্য মার্কেজ নিকটবর্তী শহর ক্যালিতে বাড়িঘর পরিষ্কারের কাজ করতেন এবং আইন ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন করার সময় একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করেছিলেন। তার গ্রামের আশেপাশে সম্মিলিতভাবে মালিকানাধীন আফ্রো–কলম্বিয়ান জমিগুলি থেকে সোনার খনির অপসারণের সফল প্রচেষ্টার জন্য তাকে ২০১৮ গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। মার্কেজ গত বছর ডেমোক্রেটিক পোল পার্টির প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতি পদে প্রবেশ করেছিলেন, যদিও তিনি মার্চ মাসে গুস্তাভো পেট্রোর কাছে একটি আন্তঃদলীয় পরামর্শে হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রাইমারি চলাকালীন জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন এবং ৭০০,০০০ ভোট পেয়েছিলেন। কলম্বিয়াকে বর্ণবাদ এবং লিঙ্গ বৈষম্যের মোকাবিলা করার জন্য এবং দরিদ্রদের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতায়, মার্কেজ গ্রামীণ ভোটারদের যারা দেশের দীর্ঘ সশস্ত্র সংঘাতে ভুগছেন এবং সেইসাথে শহুরে এলাকার যুবক ও মহিলাদের উৎসাহিত করেছেন। ভিভিয়ান টিবাক যিনি বোগোটার একজন কমিউনিটি নেতা যিনি মার্কেজের প্রচারে কাজ করেছিলেন বলেছেন, 'আমরা যারা তার সাথে কাজ করি তারা সবাই এখন নারীর শক্তিতে বিশ্বাস করি'। তিনি আরও বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি আমরাও অধিকার রক্ষা করতে পারি যেমন ফ্রান্সিয়া তার রক্ষা করেছেন।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেছেন যে মার্কেজ পেট্রোর প্রচারে অবদান রেখেছিলেন এমন ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে যারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা বাদ পড়েছেন। তারা বলেছেন যে পেট্রোর টিকিটে তার উপস্থিতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে আফ্রো–কলম্বিয়ান ভোটারদেরও অনুপ্রাণিত করেছে, যেখানে পেট্রো রবিবার বড় ব্যবধানে জিতেছে যদিও সে সবেমাত্র তিন শতাংশ পয়েন্টে প্রতিযোগিতায় জিতেছে। সানচেজ বলেন, আমি মনে করি না পেট্রো মার্কেজ ছাড়া রাষ্ট্রপতি পদে জয়ী হতে পারত, কারণ কলোম্বিয়ায় বামদের প্রতি প্রচুর অবিশ্বাস এবং সন্দেহ রয়েছে।

পাঠকের কলমে

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা হাস্যকর

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা– হাস্যকর। মুখে যা বলেন, কাজে তার উল্টো করেন। আজ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সত্যিকারের অপরাধী ধরা সম্ভব হয়েছে কী? আসলে মুখ্যমন্ত্রী প্রহসনের নাটক করে দুষ্কৃতকারীদের জামাই আদর করে। দুষ্কৃতকারীরা জানেন মুখ্যমন্ত্রীর কথাই সার কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। তাই তারা খুশিমতো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করলেও মুখ্যমন্ত্রীর আদরের পুলিশ চোখ বন্ধ করে থাকে। এই পুলিশের কাছ থেকে ক্ষতি পূরণের টাকা নেওয়া চালু হলে পুলিশের হুঁশ ফিরবে। যে পুলিশ দিনরাত হাত পেতে সারাক্ষণ ঘুষ খায় সে পুলিশের পক্ষে অপরাধীদের ধরা সম্ভব নয়। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মেরুদণ্ডহীন তাই তাদের বেতন বন্ধ করা দরকার।

নয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুন্দরবনের বাঁধ ঘুরে দেখলেন জেলাশাসক

অরিজিৎ মন্ডল : 'নদীর পাড়ে বাস, ভাবনা বারো মাস'। ওরা সুন্দরবন এলাকার বাসিন্দা। জলে জঙ্গলে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বাস করতে হয় জীবন ধারণ করতে হয়। আর এই সুন্দরবন এলাকার অধিকাংশই বাঁধ দিয়ে ঘেরা। তাই বর্ষা আসলেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে যায় সুন্দরবনবাসীর। কখনো ভরা কোটাল কখনো ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে বর্ষার বৃষ্টির জলে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার বাঁধ ভেঙে নোনা জলে প্লাবিত হয় সুন্দরবন এলাকার নামখানা মৌসুমির সাগরের মশামারি পাথরপ্রতিমা অচিন্ত্য নগর কাকদ্বীপ- সাগর বিভিন্ন জায়গায় ভাঙা বাঁধ দিয়ে এলাকায় জল ঢুকে পড়ে। ইরিগেশন দপ্তর-

এর মধ্য দিয়ে বাদ মেরামতির কাজ হয় ঠিকই তা সঠিকভাবে শক্তপোক্ত অর্থাৎ স্থায়ী হয় না বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাই তারা চায় স্থায়ী বাঁধ। বর্ষা আসলেই প্রশাসন নিজেদের অস্থায়ী কাজ করে কোনওভাবে জল ঠেকানোর কাজ করে। গ্রামের সাধারণ মানুষ অনেকেই এগিয়ে আসেন। এবার বর্ষার আগেই সুন্দরবন এলাকায় সাগর নামখানা পাথরপ্রতিমা গোসাবা ক্যানিং বিভিন্ন জায়গায় সরকারি উদ্যোগে স্থায়ী অস্থায়ী বাঁধ তৈরি হয়েছে তবুও সাগর নামখানা মৌসুমী দ্বীপ এইসব এলাকা সহ বিচ্ছিন্ন ঘোড়ামারা দ্বীপ। তারা ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। চাইছেন সরকারি উদ্যোগে পাকাপোক্ত স্থায়ী বাঁধ। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় হাতের কাজ খুলে দেখেন। বাস্তুকারদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, বর্ষার আগে বেশ কিছু বাঁধ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্ষার আগে অধিকাংশ আমাদের কাজ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে সব মিলিয়ে সুন্দরবন প্রশাসনের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে কিছুটা আশার আলো দেখছে।

বর্ষার রঙ্গে বঙ্গে ভাঙন রোধের কাজ

রুটিন মাফিক!

দেবাশিস রায় : প্রতি বছর বর্ষাকালেই নদীভাঙন রোধের কাজ এরাজ্যে যেন একটা রুটিন মাফিক কর্মযজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুখা মরশুমে কোটি কোটি টাকার এই কাজ নিয়ে প্রশাসনের কেন যে কোনওরকম হেলদোল দেখা যায় না সেটা আমজনতার কাছে আরও একটি কোটি টাকার প্রশ্ন।

তবে, আমজনতার এই মূল্যবান প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর যে সরকার থেকে শুরু করে প্রশাসনকে দিতেই হবে, তার বাধ্যবাধকতা কোনও কালেই ছিল না, এখনও যে নেই এটা বলা'ই যায়। ফলে, বঙ্গে ভরা বঙ্গ রাজনীতির সঙ্গে লেপ্টে থাকা মধুপায়ীদের কার্যত পোয়াবারো।কথায় আছে, জলেই জল বাড়ে' কিংবা ডুবে ডুবে জল খাওয়া'র প্রবাদটা কারও অজানা নয়। যাই হোক না কেন, জল চাই-ই। এদিকে বর্ষার মরশুম শুরু হতেই সেই জল নিয়ে চারিদিকে হামলে পড়তে থাকেন রাজনীতির সুযোগসন্ধানী মধুপায়ী থেকে শুরু করে কেষ্টবিষ্টুরা। এরাজ্যে নদীভাঙন একটা বিরাট সমস্যা। নদীমাতৃক রাজ্যের উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত প্রতিবছরই অসংখ্য জনপদ এই ভাঙনের কবলে পড়ে তলিয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, ফুলহার, আত্রেয়ী, নদীর পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বয়ে যাওয়া গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি, অজয়, দামোদর, কংসাবতী, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, ময়ূরাক্ষী, কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, রায়মঙ্গল, ইছামতী, জলঙ্গী, প্রভৃতি নদ-নদীর ভাঙনে প্রতি বছর লাখো লাখো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভিটেমাটি, কৃষিজমি হারিয়ে অসংখ্য মানুষ আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। ফি'বছরই এমনতর পরিস্থিতির কবলে পড়ে তারা কার্যত দিশেহারা।

পাশাপাশি এই ভয়ংকর পরিস্থিতির কবলে পড়ে নানাবিধ সরকারি পরিকাঠামোও সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। এবারও যার কার্যত ব্যতিক্রম হয়নি। রাজ্যজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে নদীভাঙনের এই দুর্দশাগ্রস্ত ছবিটি দায়িত্বশীল সরকার কিংবা প্রশাসন সকলের কাছেই অচেনা নয়। তা সত্বেও কোনও এক রহস্যজনক কারণে শুধুমাত্র বর্ষার মরশুমেই এই চিরপরিচিত বহুল চর্চিত ছবিটির প্রসঙ্গ হঠাৎ করেই যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। সরকার থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহলের কর্তাব্যক্তির টনক নড়ে। কার্যত হঠাৎ মনে পড়ে যায় নদীভাঙন রোধে কর্তব্যবোধের কথা। শুখা মরশুমে যখন বিভিন্ন নদনদীতে জলস্রোতের বেগ কম থাকে এবং নদীর পাড় বাঁধাইয়ের কাজ করার মতো উপযুক্ত সময় বলে মনে হয় তখন ভাঙন রোধের ব্যাপারে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা কার্যত উদাসীন থাকেন এবং মৌনব্রত পালন করেন। ফলে, এসময়টায় নদীভাঙন রোধের কাজ হয় না বললেই চলে। এই গড্ডলিকা প্রবাহে প্রশাসন কিংবা সরকারের গা ভাসিয়ে চলার দৃশ্য দেখাটায় এখন রাজ্যবাসী অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।একাধিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন নদনদীর পাড় বাঁধাই সহ ভাঙন রোধের কাজ শুরু হয়েছে বেশ জোরকদমেই। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী তীরবর্তী কালনা ও কাটোয়া মহকুমা এলাকাতেও বহু কোটি টাকা ব্যয়ে নদীভাঙন রোধ সহ পাড় বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের নসরপুর পঞ্চায়েত এলাকায় নদীভাঙন রোধের কাজ নিয়মিত পরিদর্শন করছেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এসময় বিভিন্ন নদনদীতে বোল্ডার সহ বাঁশের খাঁচা ফেলে, শাল বল্লার খুঁটি পুঁতে এবং বস্তা বস্তা ভরতি বালি প্রভৃতির সাহায্যে ভাঙন রোধের কাজ চলছে। বিধ্বস্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের অনেকেরই অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষার সময়েই নদীভাঙন রোধের কাজ করাটা যেন রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এসময় উদ্ভূত বিপদসংকুল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অতি তৎপরতার আড়ালে দায়সারাভাবে এবং ফাঁকিবাজিতে মোটা টাকার কাজ করা যায়। অন্যদিকে, এই কাজের দরুন মোটা টাকা লাভের একটা অংশ নানান ফাঁকফোঁকর গ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের ঘরে ঢুকেও পড়ে। ভুক্তভোগী ক্ষুব্ধ মানুষজনের অনেকেরই দাবি, শুখা মরশুমই হল নদীভাঙন রোধের কাজ করার যথোপযুক্ত সময় এবং সেসময় কাজ হলে বিস্তর বেনিয়ম ঠেকানোও সম্ভব হবে। কিন্তু, তা হয় না। গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো' কথাটির সারমর্ম বঙ্গবাসীর কাছে অজানা নয়। সমালোচকদের একাংশের মতে, বর্ষায় নদীভাঙন রোধের কাজের সঙ্গে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো' কথাটি যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ।

তাবিজ নিতে এসে প্রতারিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার প্রতারিত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে কলকাতার এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি। জয়নগর থানা এলাকার বহড়ু হাসিমপুর পিয়ারা বাগান থেকে শুক্রবার রাতে একজনকে উদ্ধার করে জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির নাম পরমেশ্বর সাহ। বাড়ি কলকাতার বহু বাজার এলাকার হালদার লেনে। জানা যায়, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির ছেলে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে খিচুনি নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। সেখানে বহড়ুর এক মহিলার সাথে তাঁর আলাপ হয়। সে বলে আমার ওখানে এক জন ভালো মৌলবী আছে যার তাবিজ নিলে ছেলের খিচুনি রোগ ভালো হয়ে যাবে। আর তাই পরমেশ্বর সাহ তাকে বিশ্বাস করে শুক্রবার দুপুরে কারুরকে না জানিয়ে ওই মহিলার সাথে ট্রেনে

করে এসে বহড়ু স্টেশনে নামে। এবং সেখান থেকে ওই মহিলা তাকে হাসিমপুর পেয়ারা বাগানে নিয়ে যায়। এবং সেখানে বেশ কয়েকজন মদ্যপ অবস্থায় তাদের দুজনকে জেরা করে। আর ওই মহিলাকে চলে যেতে বলে পরমেশ্বর সাহকে তাবিজ দেবার নাম করে ৫ হাজার টাকা নেয় ও মারধর করে। ওদিকে বাড়ির লোকের সঙ্গে অবধি সন্ধান না পাওয়ায় স্থানীয় বহুবাজার থানায় মিসিং ডায়েরি করে। আর পুলিশ তক্ষনাৎ তদন্তে নেমে ফোনের লোকেশন সূত্র ধরে বহড়ুর সন্ধান পায়। আর তখনই তারা জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর কাছে সহায়তা চান। আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী তক্ষনাৎ এসআই দিগন্ত মন্ডল ও তার টিমকে পাঠান বহড়ু এলাকায় ওই ব্যক্তির খোঁজে।এবং এস আই দিগন্ত মন্ডল ও তাঁর টিমের তৎপরতায় ওদিন রাতেই হাসিমপুর এলাকা থেকে উদ্ধার হয় কলকাতার পরমেশ্বর সাহ। এর পরে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিকে নিয়ে জয়নগর থানায় চলে আসে তারা। আর ততক্ষনে কলকাতা পুলিশের সাথে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরাও চলে আসেন। ওদিকে ওদিন মধ্য রাতে কলকাতার বহু বাজার থানার পুলিশ এসে পরমেশ্বর সাহকে জয়নগর থানা থেকে নিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় শনিবার সন্ধ্যা অবধি কেউ গ্রেফতার হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

দাবিতে অবরোধ

প্রথম পাতার পর

বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করে আর নয় অন্যায়, রোক প্রতিবাদ এই বার্তাকে সামনে রেখে প্লাকার্ড টাঙিয়ে প্রতিবাদ করেন স্থানীয়রা। অভিসত্বর রাস্তা সারাই না হলে আরও বৃহত্তর অবরোধের হুঁশিয়ারি দেন তারা। যার জেরে সকাল থেকে দীর্ঘক্ষন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মগরাহাট থেকে ধনপোতা যাওয়ার রাস্তা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

বেহাল রাস্তায়

প্রথম পাতার পর

প্রশাসন রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজকুমার মন্ডল বলেন, জেলা পরিষদের সদস্য বলেছেন, দুমাস আগে এই রাস্তা সংস্কারের টেন্ডারের হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। তবে জল নিষ্কাষণের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় এই ভরা বর্ষায় রাস্তার সংস্কার কি করে হবে? মন্দিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার এই প্রসঙ্গে বলেন, সব কিছু জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই রাস্তার সংস্কার হবে।

সাউন্ড ও লাইট ওনারদের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মথুরাপুর সাউন্ড অ্যান্ড লাইট ওনার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগামী ২৬ জুলাই বিকাল ৩টের সময় মথুরাপুরে মৌসুমী কমপ্লেক্সে এক জরুরি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক অসিত রঞ্জন ঘোষ জানান, ওই দিন কমিটি গঠন, আগামী কর্মসূচি এবং সার্টিফিকেট আইডি কার্ডের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেজন্য তিনি আবেদন করেন, মথুরাপুরে যত সিস্টেম অনার মালিক আছেন সকলে অবশ্যই সভায় অংশগ্রহণ করবেন। সেই সঙ্গে প্রত্যেক ব্যবসায়ী যেন এক কপি ছবি, আধার কার্ডের জেরক্স ট্রেড লাইসেন্সের জেরক্স নিয়ে আসবেন।

বন্ধ মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব

প্রথম পাতার পর

মোট ২৫১ টা শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে সুন্দরবনের মা ও শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে বলে তৈরি হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতলে রোগীদের চিকিৎসা শুরু করা হবে, পরে অন্য তলেও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে কাজে লাগানো হবে। ওই হাসপাতালের চেয়ারপার্সন তথা বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল জানিয়েছেন, গত ২০১৪ সালে ডায়মন্ডহারবারে প্রশাসনিক বৈঠকে এই মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। পরে ২০১৭ সালে পৈলানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে উনি তার অনুমোদন দেন। ওই বছরেই তিনি গোসাবার সরকারি কর্মসূচিতে এসে এই হাবের কাজের শিলান্যাস করেছিলেন। তারপরেই দ্রুত গতিতে এই হাবের কাজ শুরু হয়। ২০২০ তে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে ওই হাসপাতালকে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।বর্তমানে উদ্বোধন হলেও তা চালু না হওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষজন মর্মাহত। তাদের দাবি, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ যেন থানার লকআপ। মা ও শিশুদের খুব কষ্ট সহ্য করে থাকতে হয়। অথচ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা বিল্ডিং ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনও কাজ চালু হয়নি। অন্যদিকে, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ অপূর্ব লাল সরকার জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্মী সংখ্যা পেলেই তবে অতো বড় হাসপাতাল চালু করা সম্ভব। যতদিন না 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব' হাসপাতালের জন্য কর্মী নিয়োগ হচ্ছে,ততদিন চালু করা সম্ভব নয়।'

ভয়ে কাঁপছেন বিএলএলআরও

প্রথম পাতার পর

সমিতির তরফে সুদীপ চন্দের কাছে অভিযোগ জানালে তিনি জাল দলিলকারী রশিদ মোল্লার নাম রেকর্ড থেকে বাদ দিয়ে অন্য আর এক জনের নামে রেকর্ড করে দেন। রশিদ মোল্লা জাল দলিলকারী হিসাবে প্রমাণ হলেও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেন নি সুদীপবাবু। এমনকি বৈধ দলিল থাকা সত্বেও এবং ওই জমিতে সমাজসেবা মূলক কাজের একটি ভবন গড়ার শিলান্যাস প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতাদেবী করেছেন জেনেও সমিতির নামে কেন ওই জমি রেকর্ড করে দেওয়া হলো না তারও কোনও সদুত্তর মেলেনি সুদীপবাবুর তরফে। বরং সমিতি ফের রেকর্ড পরিবর্তনের দরখাস্ত জমা দিলেও তা হাস্যকর কারণ দেখিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়। সমিতির অভিযোগ সুদীপবাবুর এই আচরণের ক্ষেত্রেও জুলফিকার আলির ভূমিকা রয়েছে। সমিতির অভিযোগ সম্পর্কে জুলফিকার বলেন, 'ওসব ব্যাপারে আমরা নেই। আর আগামী দিনেও থাকব না।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুদীপ চন্দ বদলী হওয়ার পর এক মহিলা আধিকারিক বিএলএলআরও হিসাবে বিষ্ণুপুরে আসলেও তিনি সাত মাস পরে বদলী হয়ে গিয়েছেন। বিষ্ণুপুর বিএলএলআরও অফিসে এহেন অরাজকতা সম্পর্কে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি) নিতীশ ঢালি বলেন, 'আমাদের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ আসেনি। বিষয়টি আগেই মহকুমা শাসককে দেখতে বলেছি। তবুও বিষয়গুলি আমি খতিয়ে দেখব।' প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, মুখ্যমন্ত্রী ভূমিসংস্কার দফতর নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করার পর দুর্নীতির নিরখে বিভিন্ন জেলাকে বিভিন্ন রঙের জোনে ভাগ করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা রয়েছে 'রেড জোনে'। ইতিমধ্যেই নানা বিএলএলআরও অফিস পরিদর্শনও শুরু হয়েছে। এখন দেখার এই জেলা কবে 'হোয়াইট জোনে' রূপান্তরিত হয়।

আত্মঘাতী পরিবারের ৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পারিবারিক অশান্তির জন্য পাঁড়ুই থানার মহুলা গ্রামে স্বামী ছেলেকে নিয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলো তৃপ্তি পাত্র সোমবার সন্ধ্যায়। প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাতে মারা যায় দীপ পাত্র। মঙ্গলবার ভোরে মারা যায় প্রশান্ত পাত্র ও তৃপ্তি পাত্র। পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রশান্ত। মৃত্যুর জন্য সাতজনকে দায়ী করে মিলেছে একটা সুইসাইড নোট । ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উদ্ধার চোরাই বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মহম্মদবাজার থানার ওসি তপাই বিশ্বাসের তৎপরতায় একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে তেরোটি চোরাই মোটরবাইক উদ্ধার করল মহম্মদবাজার থানা। এই ঘটনার মূল আসামী কবিরুল শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কবিরুল সেখ (১৯) পিতা কাফিরুল শেখ বাড়ি মহাম্মদবাজার থানার সোতশালে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহাম্মদ বাজার থানা।

পড়ুয়াকে সহায়তা ওসির

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশ শুধু ডান্ডা হাতে আইন রক্ষা করে না শুধু, মানুষের পাশেও দাঁড়ায়। তেমনই এক ব্যাতিক্রমী চরিত্র – খয়রাশোল থানার ওসি সঞ্চয়ন ব্যানার্জী। খয়রাশোল থানার মহিলা সিভিক পুলিশকর্মী কল্যাণী ঘোষ মন্ডলের মেয়ে মেঘা মন্ডল নাকড়াকোন্দা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এইবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৬৩ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৪ জুন মেঘার হাতে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে দশহাজার এক টাকা তুলে দিলেন খয়রাশোল থানার ওসি সঞ্চয়ন ব্যানার্জী। ওসির এই মানবিক ভূমিকার প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষজন।

ভারত সহ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশা

প্রথম পাতার পর

এরপর নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এইরকম-এর ডিজাইনে পদ্মা নদীর ওপর বহুমুখী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প পদ্মা বহুমুখী সেতুর' নির্মাণকাজ ২০১১ সালে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে যায়।

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে পদ্মা সেতুর নির্মাণ শুরু হয়। ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মূল সেতুর নির্মাণ উদ্বোধন করেন। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারের ওপর ভাসমান ক্রেনের সাহায্যে তিন হাজার ২০০ টন ওজনের স্প্যান বসানো শুরু হয়। সেই থেকে তিন বছর দুই মাস ১০ দিনে বা মোট ১১৬৭ দিন পর ১২ ও ১৩ নম্বর পিলারের ওপর সবশেষ স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয় পুরো পদ্মা সেতু। দৃশ্যমান হয় সেতুর পুরো ৬ হাজার ১৫০ মিটার।

যা আছে পদ্মা সেতুতে: পদ্মা সেতুর প্রকল্পের নাম পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প'। এ সেতুর ধরন দ্বিতলবিশিষ্ট। দুই স্তর বিশিষ্ট স্টিল ও কংক্রিট নির্মিত ট্রাস ব্রিজটির ওপরের স্তরে থাকবে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরটিতে থাকবে একটি একক রেলপথ। এ প্রকল্পে নদীশাসন ব্যয় হয়েছে ৮ হাজার ৭০৭ কোটি ৮১ লাখ টাকা। এই সেতু নির্মাণে চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির নাম চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেডের আওতাধীন চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানি। এতে থাকবে গ্যাস, বিদ্যুত ও অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ পরিবহন সুবিধা। পদ্মা সেতুতে রেললাইন স্থাপন হচ্ছে স্প্যানের মধ্য দিয়ে। এর প্রস্থ হবে ৭২ ফুট, এতে থাকবে চার লেনের সড়ক, মাঝখানে থাকবে রোড ডিভাইডার। এর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার। পদ্মা সেতুর ভায়াডাক্ট ৩ দশমিক ১৮ কিলোমিটর, ভায়াডাক্ট পিলার ৮১টি।

গাড়ি না থামিয়ে টোল দেওয়ার ব্যবস্থা: টোল দিতে পদ্মা সেতুতে গাড়ি থামাতে হবে না। কারণ টোল বুথ পার হওয়ার সময়ে গাড়ির স্টিকার স্ক্যান করে টাকা কেটে নেওয়া হবে টাচ ফ্রি বা ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন সিস্টেমে। তবে পাশাপাশি থাকছে কার্ডে টাকা দেওয়ার সুবিধা, রাখা হচ্ছে ম্যানুয়াল পদ্ধতিও। টোল ব্যবস্থাপনা, সফটওয়ারসহ আধুনিক সব ব্যবস্থা নিয়ে আসছে বিদেশি প্রতিষ্ঠান কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন।

বিশ্ব রেকর্ড: চল্লিশ তলার সমান পাইলিং, দশ হাজার টনের বেশি ধারণ ক্ষমতার বেয়ারিং আর নদী শাসনে এ মেগা স্ট্রাকচার গড়েছে বিশ্ব রেকর্ড। আর এ কারণেই পৃথিবীর অন্য সেতুর তুলনায় বৈশিষ্ট্য অনন্য করেছে পদ্মা সেতুকে। খরস্রোতা পদ্মার মাটির ১২০-১২৭ মিটার গভীরে গিয়ে বসানো হয়েছে পদ্মা সেতুর পাইল। যা চল্লিশ তলার সমান। এর আগে পৃথিবীর অন্য কোনো সেতুর জন্য এত গভীরে গিয়ে পাইল বসাতে হয় নি। যা একটি রেকর্ড। পরের রেকর্ডটি ব্রিজে ব্যবহৃত ক্রেন। পিলারের ওপর স্প্যান বসাতে যে ক্রেনটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি আনা হয়েছে চীন থেকে। তিয়ান ই' নামের ক্রেনটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ভাসমান ক্রেনবাহী জাহাজ।

পিলার এবং স্প্যানের মধ্যে যে পেন্ডুলাম বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়েছে তার ওজন ১০ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন। পৃথিবীতে এর আগে কোনো সেতুতে এমন বড় বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়নি। তৃতীয় রেকর্ড নদী শাসন। পদ্মা সেতুতে দুই দিকে ১৪ কিলোমিটার নদী শাসনের যে কাজটি আছে, সেটি বিশ্বে সর্বোচ্চ। ১৪ কিলোমিটার (১.৬ মাওয়া ১২.৪ জাজিরা) এলাকা নদী শাসনের আওতায় আনা হয়েছে। এই নদী শাসনে খরচ হয়েছে ৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকারও বেশি।

যা বলছেন কূটনীতিকরা

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা পদ্মা সেতুর আসন্ন উদ্বোধনের বিষয়ে শেখ হাসিনা সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার জেরেমি ব্রুয়ার বলেছেন, পদ্মা সেতু প্রতিবেশীদের সাথে বাংলাদেশিদের আরও কার্যকরভাবে সংযুক্ত করে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল করবে। বাংলাদেশের দীর্ঘতম পদ্মা সেতু উদ্বোধনের প্রহর গোনা শেষ হওয়ার অন্তিম সময়ে গতকাল রাতে এখানে এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, সেতুটি বাংলাদেশিদের বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে আরও কার্যকরভাবে সংযোগ বৃদ্ধি এবং এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতিশীল করার কাজটি সহজ করে তুলবে। ব্রুয়ার বলেন, পদ্মা সেতু বাংলাদেশিদের দ্বারা বাংলাদেশিদের জন্য একটি বড় অর্জন এবং সকল বাংলাদেশির জন্য এটা গর্বের বিষয়।

জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকো বলেছেন, তার দেশ দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণে বাংলাদেশ সরকারের চলমান প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিতে আগ্রহী। তিনি এমন এক সময় এ কথা বললেন, যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার কারণে প্রথম পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত যে এক সময় দ্বিতীয় পদ্মা সেতু বাস্তবায়িত হবে। জাপান সরকার ও জাইকা এই সরকারের নির্মাণ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বিবেচনার অবস্থানে থাকবে।' পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ করায় বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে তার আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, এই পদ্মা সেতু হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় একটি চমকার মাইলফলক। আর এটি বাংলাদেশের নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে নির্মাণ শেষ হয়েছে।' ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কে দোরাইস্বামী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠিন কিন্তু সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘতম সেতু নির্মাণে বাংলাদেশের কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, পদ্মা সেতু একই সাথে ঐতিহ্যবাহী বাংলার সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তিনি বলেন, আমরা সবাই বাঙালি সংস্কৃতির বিষয়ে এ কথা জানি এইপাড় ও ওই পাড়' (নদীর দুই পাড়), তাই পদ্মা বাংলা ভূমির দুটি পাড়' (দুই পাড়) থাকার অর্থই প্রকাশ করে। দোরাইস্বামী বলেন, একটি বড় প্রকল্প হওয়া সত্বেও, পদ্মা সেতু শুধুমাত্র ইট ও স্টিলের নিরিখে একটি বিশাল কাঠামো নয় বরং এটি হচ্ছে প্রমত্তা পদ্মা নদীর ওপারের মানুষের সংস্কৃতি ও আবেগের প্রতীকী সংযোগকারী। সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু উদ্বোধনের চার দিন আগে ভারতীয় হাইকমিশনার এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এটি ভারতের বাঙালিদের জন্যও একটি শুভক্ষণ'। তিনি বলেন, অভিনন্দন বাংলাদেশ! আমি এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রত্যেক বন্ধুকে অভিনন্দন জানাই।

হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশের পক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মাণ করা কঠিন কাজ ছিল এবং এটি শেখ হাসিনার অব্যাহত ও দৃঢ় সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি বিশেষভাবে বলতে চাই, ভারতীয় হিসেবে আমরা ভালভাবে অনুভব করি যে, এটি ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর (শেখ হাসিনা) অব্যাহত ও দৃঢ়সাহসী সিদ্ধান্ত।

দোরাইস্বামী বলেন, পদ্মা সেতু শুধু দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিকেই নয়, বরং উপ-অঞ্চল এবং স্পষ্টতই ভারতকেও সংযুক্ত করবে। তিনি বলেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, দীর্ঘকাল ধরে উপ-অঞ্চল জুড়ে সংযোগ বাঁধানোর সুযোগের অপেক্ষায় থাকা দেশ হিসাবে ভারতে আমরা আনন্দিত।

হাইকমিশনার বলেন, যখন বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের প্রথম দিকে বিদেশী ঋণ নিয়ে এই কাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল, তখন আমরা (ভারত) ছিলাম প্রথম দেশ, আমরা যেভাবে সম্ভব এই প্রকল্পের সহায়তা দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন নিজস্ব (অভ্যন্তরীণ) অর্থায়নে সেতুটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন তখন ভারত আবারও তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি জোরালো সমর্থন জানায় এবং আমরা সরবে এবং প্রকাশ্যে আমাদের সমর্থন জানাই।' হাইকমিশনার বলেন, শেখ হাসিনার এই প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং নয়াদিল্লি এই বড় অগ্রগতির ফলস্বরূপ সংযোগ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সহজ ভ্রমণের' সুবিধার প্রত্যক্ষ করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

দোরাইস্বামী বলেন, শুধু বাংলাদেশ ও ভারত নয়, বিশেষ করে নেপালও পদ্মা সেতুর কারণে বাংলাদেশে দ্রুত ঢুকতে পারবে এবং আমি মনে করি এটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সেতুটি বাংলাদেশে আরও ভারতীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারবে কিনা জানতে চাইলে রাষ্ট্রদূত বলেন, শত ভাগ' এবং এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্পষ্টতই যোগাযোগ সহজ ও সুলভ হলে বাংলাদেশে আরও ব্যবসা বৃদ্ধি করা সহজ হবে।'

পদ্মা সেতুকে সত্যিকারের গেম চেঞ্জার উল্লেখ করে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে রাশিয়া। ঢাকার রাশিয়া দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বার্তায় অভিনন্দন জানানো হয়। বার্তায় উল্লেখ করা হয়, এটি প্রশংসনীয় যে এ উচ্চাভিলাষী মেগা প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে। পদ্মা সেতু একটি সত্যিকারের গেম চেঞ্জার। কারণ এটি আঞ্চলিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সংযোগ, কর্মসংস্থান, পর্যটন ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ প্রসারিত করবে।

বহিষ্কৃত অনিল সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি সুপারিশ অনুযায়ী ও রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের নির্দেশানুসারে অনিল সিংকে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ ও দল বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে বিজেপি থেকে রবিবার বহিষ্কার করা হয় বলে বিজেপিসূত্রে জানা গিয়েছে। ২০১১ ও ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১৩ সালে বিধানসভা উপনির্বাচনে নলহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন অনিল সিং। কিছুদিন আগে বিজেপি জেলা সভাপতিকে কাফের বলে উল্লেখ করে ফেসবুকে বিস্ফোরক পোস্ট করেন অনিল সিং। অনিল সিংকে বহিষ্কারের ঘটনায় জেলার রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । রবিবার সকালে বিজেপি জেলা সভাপতিকে নিশানা করে ফেসবুকে বিস্ফোরক পোস্ট করেছেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি দুধকুমার মন্ডল।

আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া করে কুয়োতে ঝাঁপ দেয় স্বামী। গত ১৭ জুন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কাইজুলি গ্রামে। খবর পেয়ে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ দড়ি দিয়ে কুয়ো থেকে যুবককে উদ্ধার করে। যুবকের নাম নাসু শেখ। যুবককে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে মিষ্টি মুখ করানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

পথদুর্ঘটনায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি শহরের জাতীয় সড়কে কলেজ মোড়ের কাছে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছটায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। একটি মোটর সাইকেলে এক ব্যক্তি রামপুরহাট থেকে নলহাটি যাওয়ার রাস্তায় কলেজ মোড়ে একটি গর্তে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাইক চালক। পিছন থেকে একটি ট্রাক আসছিল সে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হলো ওই বাইক আরোহীর মাথা। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির। রাস্তার বেহাল দশার কারণে এই মৃত্যু অভিযোগ প্রত্যক্ষদর্শীদের! মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে নলহাটি থানার পুলিশ।

মহানগরে

পুর জলাশয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পুরসভার অধিগৃহীত জলাশয় আছে ৩৩৮ টি। প্রতিটিই জলাশয়ই ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলে নেওয়া আছে। এগুলি কলকাতা পুরসভার জলাশয়ের লিস্টেও রয়েছে। লিস্টে বেলেঘাটার সুভাষ সরোবর আছে। দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর আছে। পূর্ব কলকাতার বিক্রমগ। ঝিলও আছে। কলকাতা পুরসভার চলতি ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষের বাজেটে এই জলাশয় গুলি পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে কলকাতা পুরসভা পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানান। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুর এলাকায় সরকারি ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মিলিয়ে আনুমানিক ৩,২৪২ টি জলাশয় চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ্রিনপার্ক বুস্টার পাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পূর্ব বিধানসভার কলকাতা পুরসভার ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের রাজা রামমোহন রায় রোডস্থিত গ্রিনপার্কে জলাধার তৈরি হল। স্থানীয় অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের পরিশ্রুত পানীয় জলের সংকটে স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদার কথা ভেবে ২৪ জুন ৫ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং পাম্পিং স্টেশন গ্রিনপার্ক বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের দ্বারোদঘাটন করেন কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। গার্ডেনরিচ জলোৎপাদন কেন্দ্র থেকে এখানে জল আসবে।

পরিবেশবিদদের দোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিবেশবিদদের ভুলে ভরা আপত্তিতে কলকাতা হাই কোর্টের আদেশে কলকাতা পুরসভা কলকাতা পুর এলাকার ফুটপাতে থাকা গাছের গোড়ায় কংক্রিটের বেড়ি ভেঙে দেয়। আর তার ফলেই আমফানে পার্ক–সরোবর–মাঠের তুলনায় ফুটপাতে থাকা বড়ো বড়ো গাছ বেশি সংখ্যায় ভেঙে পড়ে বলে জানান কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। মহানাগরিক জানান, কলকাতার ফুটপাথে থাকা গাছের শিকড় মাটির গভীরে যেতে পারে না। মাটির নীচেই কংক্রিটের স্ল্যাপ–পার্ডওয়াল–পাথর–ইঁটের ছোটোবড়ো টুকরো ইত্যাদি থাকায়। গাছের গোড়ায় কংক্রিটের বেদি করে দিলে গাছের গোড়া শক্ত হবে। ফলে ঝড়ঝঞ্ঝাট থেকে গাছ গুলি রক্ষা পাবে। কিন্তু পরিবেশবিদদের আপত্তিতেই গাছের গোড়ায় কংক্রিটের বেড়ি দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে ফুটপাথে থাকা বড়ো বড়ো গাছ ভেঙে পড়ছে। তবে এখন কলকাতা পুরসভা থেকে কলকাতার ফুটপাতে বড়ো পাতাযুক্ত চার – পাঁচ ফুট উচ্চতার গাছ লাগানো হচ্ছে। কারণ মাটির কাছাকাছি বাতাসে দূষণের পরিমাণ বেশি থাকে। আর কমবয়সি শিশুরা খুব বেশি লম্বা না হওয়ায় দূষিত বাতাস শরীরে খুব বেশি পরিমাণে ঢোকে। এই ধরণের গাছে তার কিছুটা রক্ষে পাবে।

মধ্যশিক্ষায় নয়া সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১২–র ৩১ জুলাই অধ্যাপিকা ড. চৈতালী দত্ত পর্ষদের সভানেত্রী পদে পদত্যাগ করার পর ২০১২–র আগস্টে প্রশাসক হিসাবে নিউ আলিপুর কলেজের অধ্যাপক কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই যে স্বশাসিত সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা শিক্ষা পর্ষদে প্রবেশ তারপর থেকে দীর্ঘ প্রায় ১০টি দাপটের সঙ্গে কাজ করে গেলেন। সাধারণ তিন বছরের বেশি কোনও ব্যক্তি যদি একই পদে কাজ করে তবে সেখানে তার এক ক্ষমতা জন্মার হয়। আর সেখানে তিন বছরের জায়গায় হয়েছে দশটা বছর। তার নির্দেশে একটার একটা পর্ষদ সচিবের পরিবর্তন হয়েছে। নিবেদিতা ভবনের কর্মীরা সামান্য ভুলে বড়োসড় বকাবকি খেয়েছেন। স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিতে তাঁর নাম জড়িয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ যদি না দিত। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে সভাপতি পদে তার মেয়াদ আবারও বাড়ানো হতো। কয়েকদিন আগেই পর্ষদের সভাপতি পদে তাঁর মেয়াদ শেষ হয়। ২৩ জুন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন সভাপতি হলেন বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার অধ্যাপক রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। ২৭ জুন সোমবার তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

ফুটপাথে ফুড স্টলে ডাস্টবিন আবশ্যিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাস্টবিন না রাখলে ফুটপাতে ফুট স্টল লাগিয়ে ব্যবসা করা যাবে না। যদি ডাস্টবিন না রাখে, তাহলে ফুড স্টল সেখানে রাখা যাবে না। কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এই কড়া নির্দেশ জারি করেন। ১৮ জুন পুর মাসিক অধিবেশনে ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি তথা ১০ নম্বর বরোর অধ্যক্ষা জুঁই বিশ্বাস বলেন, 'কলকাতা পুরসভার ১০০ দিনের কর্মীরা রাস্তার ধারে ফুটপাথ গুলি পরিষ্কার করে দিয়ে যাওয়ার পরেও ফুটপাথের স্টলগুলি যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে এবং রাস্তার ধারে কার্ভ চ্যানেলে দীর্ঘক্ষণ আবর্জনা পরে থাকতে দেখা যায়। তাদের জন্য কী বিধিনিষেধ আরোপ করা সম্ভব হবে? এবং তাদেরকে কী বাধ্যতামূলক আবর্জনা বিন রাখার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে?' মহানাগরিক এই প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন, এরকম কলকাতায়

আমরা কখনোই অ্যালাও করিনি। ফুটপাতে যাদের স্টল আছে, যে তারা যেখানে সেখানে তাদের নোংরা ফেলার জন্য। আমরা বলতে চাই, প্রয়োজনে আমরা বিল আরও দিয়ে দেবো। স্টল হোল্ডারদের সবাইকে ওয়েস্ট বিন রাখতেই হবে। যদি বিন না রাখে তাহলে ফুড স্টল সেখানে রাখা যাবে না। সুতরাং সেটা হকারদের দায়দায়িত্ব। যে তারা এটা পরিষ্কার করবে। কার্প চ্যানেল দিয়ে গিয়ে পিটে জল আটকে দেবে, তা হতে পারে না। করতে দেবো না। তাই আমরা ওয়েস্ট বিন কম্পালসারি করে দেবো। দরকার হলে আমরা একটা অফিসিয়ালি নোটিফিকেশন করে দেবো। পাশাপাশি, জুঁই বিশ্বাস পুর অধিবেশনে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, ফুটপাথের কালো প্লাস্টিক ঘেরা স্টলগুলোতে যেমন দৃশ্যদূষণ হচ্ছে তেমনি অতীতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে। কলকাতা পুরসভা ফুটপাথের স্টলের আধুনিকীকরণে এবং অগ্নি নির্বাপনের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা নিতে চলেছে?' এ বিষয়ে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, আপনারা জানেন, আমরা অনেকবার বলেছি, প্লাস্টিক সরাবার জন্য। আমরা সবাই জানি, হকার প্রতিনিধি দল তা মেনে নিয়ে ছিল। তারপর অনেক জায়গায় সরিয়েছে। আবার লাগিয়ে দিয়েছে বর্ষা আসায়। যেহেতু বর্ষাকাল শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে বর্ষা শেষ হলে কলকাতা পুরসভা থেকে ব্যাপক অভিযান চলবে এই কালো সরিয়ে দেওয়ার জন্য। আর স্টলের আধুনিকীকরণের জন্য হকারদের টিনের শেডযুক্ত চাকাওয়ালা গাড়ি দেওয়া হবে। ফুট হকার স্টলের অনেক গাড়ি দেওয়া হয়েছে। আরও দেওয়া হবে। আর গার্মেন্টিস হকার স্টলের কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই তা হয়ে যাবে। প্রয়োজনে বড়ো ছাতা দেওয়া হবে।

জন্ম–মৃত্যুর নয়া নথিভুক্তিকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ মে থেকে কলকাতা সহ সারা রাজ্যে জন্ম–মৃত্যুর নয়া নথিভুক্তিকরণ ও শংসাপত্র প্রদানের যে নতুন নিয়মাবলী চালু হয়েছে তা এরকম:

যদি শিশুর জন্ম ঘটে থাকে কোনও সরকারি হাসপাতালে তবে তার শংসাপত্র পাওয়া যাবে সেই হাসপাতাল থেকেই। আর যদি শিশুর জন্ম ঘটে থাকে কোনও বেসরকারি হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে, তবে তা নথিভুক্ত করে দেবে সেই বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোম। আর সেই নথিভুক্তির অনুমোদন করে দেবে কলকাতা পুরসভার সেই বরো অফিস যেখানে সেই হাসপাতাল বা নার্সিংহোম অবস্থিত। সেই অনুমোদন করা মাত্র সার্টিফিকেট ডাউনলোড লিংক চলে যাবে নাগরিকের ফোনে। আর যদি শিশুর ঘটে থাকে নাগরিকের বাড়িতে, তবে নাগরিক নিজে বাড়িতে বসে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। অথবা সংশ্লিষ্ট

বরো অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

৫ মের পর যে সব মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তার শংসাপত্র পাবেন যেভাবে : যদি শবদাহ বা মাটি দান কলকাতা পুর এলাকার কোনও শ্মশানে বা কবরখানায় হয়, তবে শংসাপত্র সেই স্থলেই তৎক্ষণাৎ নাগরিককে প্রদান করা হচ্ছে। যদি শবদাহ বা মাটি দান কলকাতা পুর এলাকার বাইরে কোনও শ্মশান বা কবরখানায় হয়, তবে যদি ঘটনাটি ঘটে থাকে কোনও সরকারি হাসপাতালে তবে তার শংসাপত্র পাওয়া যাবে সেই সরকারি হাসপাতাল থেকে। আর যদি ঘটনাটি ঘটে থাকে বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে, তবে তা নথিভুক্তকরণ করে দেবে সেই বেসরকারী হাসপাতাল বা নার্সিংহোম। সেই নথিভুক্তিকরণ অনুমোদন করে দেবে কলকাতা পুরসভার সেই বরো অফিস যেখানে ওই হাসপাতাল বা নার্সিংহোম অবস্থিত। এই অনুমোদন করা মাত্র সার্টিফিকেট ডাউনলোড লিঙ্ক চলে যাবে নাগরিকের নথিভুক্ত করা ফোনে। আর যদি মৃত্যুটি ঘটে থাকে নাগরিকের বাড়িতেই, তাহলে তার পরিবারের লোক অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা সংশ্লিষ্ট বরো অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি শবদাহ বা মাটি দান কলকাতা পুর এলাকার মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত কবরখানায় হয়, তবে নাগরিক নিজ বাড়িতে বসে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। অথবা যে বরো অফিসের এলাকার মধ্যে মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে সেই বরো অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর থেকে উক্ত তথ্যটি জানা গিয়েছে।

লেন্স বার্তা

সাবধান!, মায়াবী সৈকতের চারদিক ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাঁচের বোতলের টুকরো। মন্দারমণিতে।

দৃষ্টিকটু : কেটে গেছে দু–তিন দিন, ছাদের উপর একই ভাবে পড়ে আছে, মজলিসের সরঞ্জাম। নিউ দীঘার এক নাম করা হোটেলে।

গয়নার আড়ালে বিক্রেতা।

সাজাবো যতনে। ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

ছাত্রছাত্রীদের সংবর্দ্ধনা

হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে তথা তৃণমূল কাউন্সিলর ও সমাজসেবী ইন্দ্রজিৎ দত্ত (বটাদা)–এর পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনায় এ বছর

স্থানীয় এলাকার রবিবার সংবর্দ্ধিত করা হয়। এতে মাধ্যমিকে ৪৭ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ৫৩ জনকে কমিটির পক্ষ থেকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, শংসাপত্র, স্মারক, কেক, মিষ্টি, পেন, বই দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান অমিত রায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার কিছু অংশ তুলে ধরেন তার বক্তব্যের মাধ্যমে। এদিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত অরুণ কান্তি নিয়োগী, শিক্ষাবিদ সনৎ রায় চৌধুরী, কোলাজ সম্রাট তপন সাহা, হুগলি–চুঁচুড়া চেয়ারম্যান অমিত রায়, অধ্যাপক পুরুষোত্তম প্রামাণিক, রামকৃষ্ণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম নন্দী। পাশাপাশি একটি কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। সকলেই এক বাক্যে ইন্দ্রজিৎ দত্তর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ছবি : শিবাশিস মল্লিক

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফুড প্রসেসিং এবং হর্টিকালচার বিভাগের উদ্যোগে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আমের সম্ভার নিয়ে চলছে 'ম্যাঙ্গো উৎসব', চলবে ২৫ জুন পর্যন্ত। ছবি : বুদ্ধদেব মিত্র

ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি অফিসের ভগ্নদশা

ঝড়–বৃষ্টির মরশুম শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় এখন বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পড়ার পালা। দুর্ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটেছে দু–একটি। চন্দননগর মহকুমা শাসকের অফিসের ঠিক উল্টোদিকে জনবহুল এলাকায় এমনই একটি ভগ্ন বাড়িতে বিশাল বটগাছ হয়ে রয়েছে। ১৮৭৫ সালে ফরাসি অধিকৃত শহরে এই দ্বিতল বাড়িটি রেজিস্ট্রি অফিস ছিল। পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ বিল্ডিং ২০১৭তে হেরিটেজ কমিশন ২০০১ অ্যাক্ট অনুযায়ী অধিগৃহীত করে। বাড়িটির নীচে কয়েকটি দোকানঘর রয়েছে। চন্দননগর কর্পোরেশনের পুর প্রতিনিধিদের চোখের সামনে দিন গুনছে ধ্বসে পড়ার জন্য। নির্বিকার এলাকার মানুষ। ভেঙে পড়লে শুরু হবে হইচই। এখন সকলেই নীরব।

তথ্য : মলয় সুর, ছবি : সৌরভ সুর।

সায়নীকে সংবর্ধনা

বুধবার ২২ জুন কালনা রেলপথে সোমড়া বাজারের অন্তর্গত কুলিয়াপাড়া গোপালবাটি গ্রামে চারিদিকে পাট ক্ষেতের মধ্যে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এক স্বেচ্ছায় ১৫তম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন কালনা মেডিকেল ব্লাড ব্যাঙ্ক। শিবিরে পুরুষ ও মহিলা সহ ১০০ জন রক্তদান করেছেন। উল্লেখ্য, এদিন যার প্রচেষ্টায় রক্তদানের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয় তিনি সমাজসেবী প্রশিক্ষক জর্নর্দন দাস। অ্যাথলিট প্রশিক্ষক জনার্দনবাবুর শিক্ষার্থীরা ও তাদের অভিভাবকরা এশিয়া মহাদেশের প্রথম মহিলা সাঁতারু মালোকাই চ্যানেল জয়ী সায়নী ঘোষ। তাঁর একান্ত আহ্বানে বিভিন্ন দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের

সংবর্ধিত করা হয়। এদিকে এই অনুষ্ঠানে খামারিগাছি, আউসাসুল প্রতাপগাছি, পঞ্চায়েত বলাগড় ব্লক এলাকায় শাবানা ইয়াসমিন এবারে উচ্চ মাধ্যমিক কলা বিভাগে ৪৭৪ নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। সে ভূগোলে অনার্স নিয়ে চন্দননগর সরকারি ডুপ্লেক্স কলেজে পড়তে ইচ্ছুক। এদিন মঞ্চে পাণ্ডুয়ার প্রতিশ্রুতিময় উদীয়মান সঙ্গীতশিল্পী রানু পাল গান পরিবেশন করেন বাংলার মাটিতে ও মাগো জন্ম আমায় দিও। গানটি মূলত এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেল। এরপর বহরমপুরের স্বরূপ মজুমদার গান করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিরা ছিলেন ইংলিশ চ্যানেল জয়ী সায়নী ঘোষ, বর্ষীয়ান মাস্টার্স অ্যাথলিট সন্ধ্যা পাকিড়া, মহিলা ফুটবলার রঞ্জনা চ্যাটার্জী, তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অসীম মাজি, কবি সাহিত্যিক মলয় মাজি, অ্যাথলেট ইতিকা ঘোষ, বাচিক শিল্পী তপন ভট্টাচার্য। এদিন প্রত্যেককে সংস্থার তরফে সংবর্ধনা জানানো হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিলেন সংস্থার প্রধান কর্ণধার জনার্দন দাস।

স্বপ্নের জলসত্র

আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত মথুরাপুর (পশ্চিমে) সেখানকার জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি তথা পঞ্চায়েত সদস্য সুমন হালদারের ঐকান্তিক উদ্যোগে ও প্রবল ইচ্ছা শক্তিতে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে সর্বপ্রথম ইতিমধ্যেই সকলের কাছে সাড়া পড়ে যাওয়া স্বপ্নের প্রজেক্ট জলসত্র সামাজিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে মহিলাদের জন্য স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন যার পোশাকি নাম অনন্যাগত চার বছরে এলাকায় রাস্তাঘাট,জল নিকাশি,আলোর ব্যবস্থা দলীয় অফিস,অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরার,মধ্য দিয়ে নিরাপত্তাসহ উন্নয়নে চাদরে ঢেকে গিয়েছে মথুরাপুর। আর এই কৃতিত্বের জন্য সাধারণ মানুষ মা মাটি মানুষের সরকারের প্রতিনিধি সুমন হালদারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আট থেকে আশি সবাই। পঞ্চায়েত মেম্বার সুমন হালদারের কাজের দক্ষতায় গ্রামের মানুষ সবাই ভীষণ খুশি।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

উকুন তাড়াতে

কালে ঘুম ভাঙলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুকনো হাতে তর্জনির দুটো করকে ঘষতে হবে। ডান হাতের ১৪ এবং বাম হাতের ১৪ নম্বর কর দুটিকে ঘড়ির কাটার দিকে অর্দ্ধেক এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে অর্দ্ধেক ঘোরাতে হবে। শুধুমাত্র করে করে ঘষা দিয়ে ঘোরাতে হবে। হাতের বাকি আঙুলগুলির সাথে কোনও রকম স্পর্শ না করে করের উপর করের চাপে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কর দুটিকে গরম করে দিতে হবে। এটা সকালেই বিছানা ছাড়ার আগে করতে হবে। এতে মাথা থেকে উকুন পালাতে থাকবে। উকুন মাথা থেকে বিছানায় নেমে আসবে। বালিশেও উকুনে ছেয়ে যাবে। লিক ফেটে বালিদানা আকারে অতি ক্ষুদ্র আকারের উকুনের বাচ্চা বিড়বিড় করে পালাতে থাকবে। এটা রাত্রি বেলায় করবেন না। শোবার সময় করলে সারা রাত ধরে পালাতে থাকবে। মাথা গরম হয়ে যাবে। ঘুমের ব্যাঘাত হবে। এর ফলে রাতের ঘুমের বারোটা বেজে যাবে। উকুন মরবে না কিন্তু পালাবে। মনে হবে মাথায় যেন সুনামি হচ্ছে। সকালে উঠে বাসি বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে করতে হবে। ২ মিনিট করলেই হবে।

কপাল ব্যাথা

কপাল ব্যথা হলে অনেকেই মাথা বলে থাকে। মাথা ব্যথা আর কপাল ব্যথা এক জিনিস নয়। কপাল ব্যথা হয় সাইনাসের গন্ডগোলে। এ জিনিস হলে দু হাতের নখ কেটে শক্ত মোড়া বা টেবিলে আঙুল টানুন। মনে রাখবেন নখের মাথার উপর যেন চাপ খায়। যদি নখ কাটা সম্ভব না হয় তবে নখের উপরাংশে ধাতব আকু শলাকা দিয়ে হাল্কা চাপ দিয়ে দিয়ে সূচ ফোঁটানোর মতো ব্যথার সন্ধান করুন। যে বিন্দুতে সূচ ফোটানোর মতো ব্যথা পাওয়া যাবে। সে বিন্দুতে হাল্কা চাপ দিয়ে আর ছেড়ে আকুপ্রেসার করুন। কপালের ব্যথা সেরে যাবে।

চুলকানি বন্ধে

নানা রকম কারণে শরীরের কোনও না কোনও অংশে আমরা চুলকানির শিকার হই। চুলকাতে চুলকাতে চুলকানি অনেক সময়ে বেড়ে যায়। নখ দিয়ে চুলকালে চামড়ায় ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায়। যে কারণেই চুলকানি দেখা দিলে বাঁ হাতের উল্টোদিকে কনিষ্ঠা ও অনামিকার ওপর থেকে কব্জি বরাবর দুই আঙুলের দুই হাড়ের মধ্যবর্তী যে খালের মতো টানা লম্বা গর্ত করা অংশে ডান হাতের চার আঙুল দিয়ে চেপে ধরে টিপুন আর ছাড়ুন। অর্থাৎ আকুপ্রেসার করুন। চুলকানি বন্ধ হবে।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

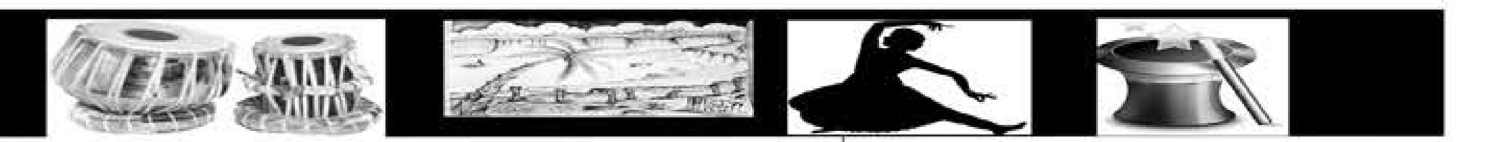

কবি প্রণাম

হীরালাল চন্দ্র : গত ১২ জুন (২২) সন্ধ্যায় সাউথ সিথির রত্না মুখার্জীর বাসগৃহে 'জ্যোতির্ময়ের' উদ্যোগে বিশিষ্ট সমাজসেবক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে, সম্পাদক টুবলু দত্তের সুষ্ঠ পরিচালনায় ও মৌমিতা রায় চৌধুরীর সঞ্চালনায় বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম বর্ষ এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম বর্ষ শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ধন্যবাদ দেন প্রতিভাময়ী শিল্পী শ্রীমতী সুমা দাস, সঞ্চিতা সেন, শুভেন গুহ, প্রতিমা জানা, সৌমদীপ চ্যাটার্জী, সারদা প্রিয়া সরকার প্রমুখ। তবলা বাজান সুব্রত সরকার। কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন শ্রীলতা সেন, মৌমিতা রায় চৌধুরী, অস্মিতা মোদক প্রমুখ। বক্তা ছিলেন চন্দন মুখার্জী, চন্দ্রনাথ দাস, উদয় বসু, স্বপন পালিত, অরুনেশ মুখার্জী, প্রভাত দলুই, শচীন ত্রিবেদী, অরুণ সেন প্রমুখ। নৃত্যে ছিলেন সৃজা দে।

কলিংবেল মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তের জীবনে আনন্দ বা দুঃখ এনে দিয়েছে

প্রীতম চৌধুরী : কলিং বেলনামটা মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সবারই পরিচিত। এই কলিং বেল জীবনের আনন্দ এনে দিয়েছে আবারো কারোর জীবনে দুঃখ এনে দিয়েছে। কিছু মানুষের ধারণা কলিং বেল বাজা মানে হুট করে দরজা খোলা, আবার একশ্রেণীর মানুষের ধারণা কলিং বেল মানে সর্তকতা। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষদের

কলিংবেলের অর্থটা বোঝানোর জন্য 'ইটি এন্টারটেইনমেন্ট' একটি শর্ট ফিল্ম অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এই শর্ট ফিল্মে অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন জয় সেনগুপ্ত, অভিনেত্রী হিসেবে কাজ করেছেন তৃষা দাস, এবং পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন অরূপ সেনগুপ্ত। কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে 'ইটি এন্টারটেইনমেন্ট' তাদের ছবির অর্থাৎ 'কলিং বেল' এর টিজার লঞ্চ করল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিনে এই শর্ট ফিল্মটি ভারত তথা বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে সতর্ক করবে।

জলন্ত সমস্যা নিয়ে ছবি 'হাবজি গাবজি'

মোবাইলে গেম খেলা এক বালককে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তা প্রত্যক্ষ করলেন ড. শঙ্কর ঘোষ।

পরিবার ছোট হতে হতে এত ছোট হয়ে যাচ্ছে যে ছোটদের জন্য সময় দেওয়ার লোক নেই। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, কাকা, পিসি কেউ নেই কাছে, বাবা মা চাকুরিজীবী। ফলে ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সময় কাটানোর জন্য মোবাইল। সেই মোবাইল আসক্তি ও তার পরিণতি নিয়ে রাজ চক্রবর্তী তৈরি করেছেন তাঁর ছবি 'হাবজি গাবজি'। এত প্রাসঙ্গিক বিষয় যে, যে কোনো দর্শক এর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারবেন। দর্শক ঠাসা প্রেক্ষাগৃহে শিশুর মা বাবার সঙ্গে বহু শিশুকে দেখলাম। ছবি দেখে যদি অভিভাবকদের একটা শিক্ষা হয় তা'হলে বলতেই হবে রাজের এই প্রয়াস সফল। সফলতার জন্য রাজ সত্য ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। শেষের দিকে টাইটেল কার্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া ঘটনার উল্লেখ আছে, যেখান থেকে জানা যাচ্ছে মোবাইলে গেম খেলায় বাধা পেয়ে ছোটরা বড়দের হত্যা পর্যন্ত করেছে। টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে নিয়ে গেছেন পরিচালক। কীভাবে মোবাইল গ্রাস করছে শিশুর মন ও মস্তিষ্ক তা খুব দরদ দিয়ে তুলে ধরেছেন পরিচালক। চিত্রনাট্যও সেইভাবেই সাজানো হয়েছে।

শিল্পী বলতে তিনজন। নায়ক আদিত্যের চরিত্রে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের অসহায়ত্ব তুলে ধরেছেন। নায়িকা

অহনার চরিত্রে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় মায়ের বেদনাকে তুলে ধরেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে। এদের সন্তান টিপুর চরিত্রে সামন্তকদ্যুতি মৈত্র পরিচালকের নির্দেশে দারুণভাবে রূপায়িত করেছে। মোবাইল নিয়ে সবাই ব্যস্ত। সম্পর্কগুলি আলগা হয়ে যাচ্ছে মোবাইলের দাপটে। শিশুর মনের বিকাশ শিক্ষা দীক্ষা চূড়ান্তভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তবু সাধারণের মধ্যে হেলদোল নেই। এ ছবির প্রতিটি দৃশ্য সে কথাই দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সে প্রসঙ্গে একটা কথাই বলার যে গেম খেলা বা হ্যালুসিনেশন পর্বগুলির ব্যবহার একটু বেশিই হয়েছে। ভ্রমণের সূত্র ধরে যে রহস্যের বীজ বোনা হয়েছে তা দর্শকেরা উপভোগই করবেন। এ ছবিতে গান তেমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন নি পরিচালক। তাই ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে গানগুলি মনে ধরে না। মুঠোফোনের দৌরাত্ম্যকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরার জন্য রাজ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

'আর্টভার্স' আয়োজিত ছবি, ভাস্কর্য প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'আর্টভার্স' আয়োজিত ছবি, ভাস্কর্য এবং স্থিরচিত্রের ছ'দিনব্যাপী 'সামার ডায়েরিজ' প্রদর্শনী হয়ে গেল বিড়লা আকাদেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচারে। বর্ণময় এই প্রদর্শনীতে ৬৫জন শিল্পী ১৮৩টি ছবি ও স্থিরচিত্র এবং ৭টি ভাস্কর্য ছিল। এই ছবিগুলিতে ধরা পড়েছিল প্রেম, বিরহ, যন্ত্রণা, দেখার তির্যক দৃষ্টি। ছিল সমাজ চেতনা, পশুপ্রেম এবং অবশ্যই বিমূর্ত শিল্পকর্ম। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাদল পাল, সন্দীপ চ্যাটার্জি, মলয় দাস, প্রশান্ত কুমার বসু, সুব্রত দাস, মানস রায়, সুজিত কুমার ঘোষ, বাপ্পা ভৌমিক, ববি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর্ল্টামিরা আর্ট গ্যালারির কর্ণধার রঞ্জনা চ্যাটার্জির মতো প্রথিতযশা শিল্পীরা। বেলা তিনটে থেকে রাত আটটা অবধি খোলা থাকলেও বেলা দুটোর আগেই গ্যালারিতে প্রবেশ করার জন্য দর্শনার্থীরা অপেক্ষা করতেন। রাত আটটাতেও দেখা যেত উপচে পড়া ভিড়। শিল্পীদের ছবির নান্দনিকতা যাতে আরো দৃষ্টিনন্দন হয় এবং সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে, সে জন্য একটি দিন রাখা হয়েছিল ড্রইং ওয়ার্কশপ অন চারকোল অ্যান্ড কন্টি। ক্লাস নিয়েছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী প্রতীক মল্লিক। যারা এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন দেবাশিস মালো, শর্মিষ্ঠা দে, সৌরভ বসু, ড. সোমা চক্রবর্তী, স্মিতা পাল, হেমন্ত কুমার, বৈশাখী গড়াই, রোমি ভট্টাচার্য, ঋতুপর্ণা রুদ্র, ভাবনা ভট্টাচার্য, প্রবীর সাহা-সহ আরও অনেকে। অতিথি শিল্পী হিসেবে ছিলেন সুদীপ্ত অধিকারী।

বহুদিন আগে থেকেই ছবির বাজার মন্দ হলেও এবং অতিমারির কারণে সেই বাজার একদম মুখ থুবড়ে পড়লেও, এই প্রদর্শনী থেকে বিক্রি হয়ে গেল সুব্রত চৌধুরী, সৃষ্টি মুখার্জি, স্বর্ণিলা রায়, দীপ্তি চৌহান এবং সীমা রায়ের ছ'-ছ'টি ছবি।

সারা বছর ধরে কেন এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন তিনি? এই প্রসঙ্গে আর্টভার্স-এর প্রেসিডেন্ট শুভঙ্কর সিংহ জানালেন, ছবি প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়েই সাধারণ লোককে ছবি দেখার শুধু অভ্যাস করানোই হয়, আমার মূল উদ্দেশ্য, ছবির বাজার চাঙ্গা করা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছবি দেখা এবং কেনার প্রবণতা তৈরি করা। আর এটা করতে পারলেই পরবর্তী ছবি আঁকার ইচ্ছেটাকে শিল্পীদের মনে চাগিয়ে দেওয়া যাবে। মানসিক ও আর্থিকভাবেও ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন শিল্পীরা। আর্টভার্স-এর এই ছবি প্রদর্শনীর এটাই আমার মূল উদ্দেশ্য।

পুঁথি–পত্র আলোচনা

নির্বাচিত সমকালীন ছোটগল্প (সম্পাদনা – অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল ও বেবী কারফর্মা, প্রকাশনা – বনানী, উলুবেড়িয়া, হাওড়া। মূল্য – ২৫০ টাকা) বহুদিন পরে এমন একটি উজ্জ্বল গল্প-সংকলনের মুখোমুখি বসার সুযোগ হল। বইয়ের মলাট ওল্টানোর আগে প্রচ্ছদেই (শিল্পী – সাদেক) নজর আটকে যায়। তেত্রিশটি ছোট গল্পে সত্তরের দশক থেকে একেবারে সমকালীন জীবনযাত্রার নানান রূপ, বিচিত্র পটভূমিকায় কখনও অনুল্লেখ্য সাধারণ মানুষ, গ্রামের অন্তঃপুরবাসীনী বধূ, ভ্যানচালক কিংবা আর্থিক নিরাপত্তার ছাতার তলায় থাকা তথাকথিত শহুরে মানুষজনের কথা উঠে এসেছে প্রবীণ নবীন লেখকদের কলমে। সমরেশ মজুমদার, বাণী বসু, রমানাথ রায়, ভগীরথ মিশ্র, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শচীন দাশ প্রমুখের লেখায় সমৃদ্ধ। তেমনই এঁদের পাশাপাশি সত্তর-আশী-নব্বই দশকের অনেক লেখক আফসার আহমেদ, নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য, মিহির সরকার, সুজিত খাঁ, মানস মণ্ডল, মৃদুল শ্রীমানী, পিয়ালী বসু প্রমুখদের উজ্জ্বল উপস্থিতি বইটিতে সুন্দর ভারসাম্য এনেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোন গল্পই অতিরিক্ত আবেগ-প্রবণতায় আচ্ছন্ন নয়। গল্পগুলির ঋজুতার গুণে পড়তে শুরু করলে নামিয়ে রাখা যায় না। সম্পাদকদ্বয়ের গল্প দুটিও দাগ কাটে। তবে তার চেয়েও বেশি প্রশংসা এঁদের প্রাপ্য গল্প বাছাই-এর জন্য।

সময়ের সরণি বেয়ে (পরিমল ঘোষের কাব্য সংকলন, কবিমুখ প্রকাশনী, বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা – ৮৫, মূল্য – ৫০ টাঃ) – কবির ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ এটি, যদিও ওঁর অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সহ তালিকাটা দশে পৌঁছায়। মোট চল্লিশটি কবিতা রয়েছে ৪৮ পাতার এই সংকলনে। কবির কাব্য-ভাষায় জটিলতা নেই। মনের কথা, পুরাতন স্মৃতি-র ভেসে ওঠা, জীবনের নানা রঙের দিনগুলোর দিকে ফিরে থাকানোর এই অবকাশে কলমের আগল খুলে দিয়েছেন। কখনো ছেড়ে-আসা জন্মভূমির জন্য উদাসী মন, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে মানুষের ব্যবহার, হৃদয়হীনতা তাঁকে পীড়া দেয়। মানুষের বাইরের মুখোশ দেখতে দেখতে, ...তার আসল রূপটা চিনতে ...বার বার ভুল হয়ে যায় (মুখ ও মুখোশ)। আজকের যাপন-চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণভাবে। জীবনের এই পরিক্রমা দেখতে দেখতে কখনো বিষন্নতা চেপে ধরলেও কবি কিন্তু হার না মানা-র বার্তায় সোচ্চার হয়েছেন। .. এবার নতুন ভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে । মনকে করে তুলতে হবে শক্ত.. (হার নয়)। প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পেরেছেন, একদিন মিলবে সবাই ভালোবাসার বন্ধনে (ভালো থাকা) । এভাবেই কবিতার বইটির পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে কবির গভীর জীবন-বোধ। ছিমছাম বই-টির ছাপা ও নির্মাণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়, তবে প্রচ্ছদ নিয়ে বোধহয় আরও একটু ভাবনার অবকাশ ছিল!

ভারত ভূমি (বেবি চক্রবর্তীর প্রথম কবিতা-গ্রন্থ। প্রকাশক – কলকাতা সাহিত্যিকা, লেক টাউন, কল-৮৯, মূল্য – ১২০ টাকা) – লেখিকার প্রথম কবিতার বই। প্রায় ৯৬ পাতার বই-য়ে একাশি-টি কবিতা। লেখিকা সম্পর্কে (দূর !) প্রখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী প্রজন্ম, সেই বিবরণ বেশ ফলাও করে গোড়াতেই পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। তারই সাথে সাথে দশ-এগারো পাতায় বিভিন্ন সুধীজনের শুভেচ্ছা/ আশীর্বাদের বর্ষণ। যে কোনও গ্রন্থ, বিশেষত কাব্য গ্রন্থের প্রচলিত নির্মাণ-পদ্ধতি থেকে বেশ একটু অন্যরকম। নানা স্বাদের রচনার সমাহার দেখা গেল। প্রকৃতি, সামাজিক সমস্যা, প্রেম, প্রেমহীনতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ভরা আমাদের জীবনের সমস্যার নানা রূপ উঠে এসেছে কবির কলমে। গোটা বইটিতে কবিতার নানান আঙ্গিক প্রয়োগের প্রয়াস আমরা দেখতে পাই, কিন্তু বেশ কয়েকটি কবিতা নিছক পদ্য-ই রয়ে গেছে (স্বপ্নের প্রাসাদ, রাতের রজনী প্রমুখ)। কয়েকটি গদ্য-ভাষায় লেখা কবিতাকে (শহীদের স্মৃতি, হে বিভূতি, গণতন্ত্র, পরিবেশ তুমি মা, ন্যায় ইত্যাদি) কবিতা আখ্যা দেওয়া চলে কি! আবার বেশ কিছু কবিতা প্রায় স্লোগান ধর্মী হয়ে গিয়েছে (লক্ষী ভাণ্ডার ..., বিশ্ব বাংলা ইত্যাদি)। বিষয় বা ভাব অনুযায়ী কবিতাগুলিকে বিন্যস্ত করার সুযোগ ছিল। কবিতা গ্রন্থটির নাম করণ নিয়ে পাঠকদের মনে ধন্দ থেকেই যায়, কারণ কেবলমাত্র দেশাত্মবোধ-আশ্রিত গ্রন্থ এটি নয়কো।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে 'অনাবিল'

শ্রেয়সী ঘোষ : ১৪২৯ সালে ছ'বছরে পদার্পণ করল ছোটদের লেখা পত্রিকা 'অনাবিল'। প্রথম প্রচ্ছদ, দ্বিতীয় প্রচ্ছদ এবং চতুর্থ প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিগুলি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই আঁকা। এই সংখ্যাটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংখ্যাটি তৈরি হয়েছে। তাই ছোটদের ভালো তো লাগবেই, এমনকি বড়রাও আনন্দ পাবেন পড়ার সময়ে। সম্পাদকীয়তে এই প্রয়াস নিয়ে সুন্দর আলোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলি উদ্ধৃত হয়েছে। যেখানে রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি 'সরস্বতীর বরপুত্র।' অবনীন্দ্রনাথের বই নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা হয়েছে অনুত্তরা নন্দন,রূপকথা ঠাকুর, অপর্ণা ব্যানার্জী, দীপঙ্কর দাসের কলমে। বিশিষ্ট জনেরা লিখেছেন অবন ঠাকুরের উপর প্রবন্ধ। কচি কাঁচারা অবনীন্দ্রনাথের ছবিও এঁকেছে। ঋষিত ধর আয়ুষী সেন ও পিপলী বিশ্বাস তাদেরই অন্যতম। অবীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' এর নাট্যরূপ প্রদান করেছেন কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়। যে সব কচি কাঁচাদের লেখা ও আঁকা প্রকাশিত হয়েছে এই সংখ্যায়, তাও নেহাত কম নয়। সেই সংখ্যাটি হল ৪৭, এদের নিষ্ঠাও নজরে পড়ার মতন। সম্পাদক দূর্বা গাঙ্গুলী সম্পাদকীয় ঝক্কি সামলে অবনীন্দ্রনাথের ভাষা বৈচিত্র্যও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের নিয়ে একটা দারুণ প্রবন্ধ লিখেছেন।

এছাড়াও বেশ কিছু লেখা, স্মৃতিচারণ, সাক্ষাতকার পত্রিকাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। যেমন মিতা চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'একটি ছোট্ট মেয়ের কথা'। 'ছোটবেলার দিনগুলি' শীর্ষক কলমে একদা শিশু শিল্পী বর্তমানে অধ্যাপক অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন 'বৌদি' ছবিতে তাঁর অভিনয় করার অভিজ্ঞতার কথা। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র স্রষ্টা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারটি মন ভরিয়ে দেয়। সত্যজিৎ রায়কে স্মরণে রেখে কয়েকটি পাতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে সত্যজিৎ সৃষ্ট ছোটদের ছবিগুলি নিয়ে আঁকা ও লেখাগুলি। ভ্রমণ, রান্না বান্নার খবর বাড়তি আকর্ষণ। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি এই 'অনাবিল' পত্রিকার।

চলচ্চিত্র জগতের চিরতরুণ তরুণকুমার

অভিমন্যু দাস : বিখ্যাত পরিচালক প্রভাত রায় এই প্রতিবেদককে নানান আলোচনা প্রসঙ্গে তরুণকুমার সম্পর্কে বলেছিলেন, 'অভিনয়ের প্রধান দুটি ধারা ছিল মঞ্চ ও পর্দা, আর এই দুটি শাখাতেই 'বুড়োদা' সমান দক্ষতার সঙ্গে সফলতা অর্জন করেছেন। অনেক সময় দেখা যায় মঞ্চের সফল অভিনেতারা ক্যামেরার সামনে একটু অসুবিধা বোধ করেন। কারণ ক্যামেরার কিছু বাধা নিষেধ থাকে। সেটাকে মাথায় রেখে প্রতিটি শিল্পীকে অভিনয় করতে হয়। এই ব্যাপারটা সম্পর্কে অনেকে মানিয়ে নিতে পারেন না। আবার অনেকের কাছে ব্যাপারটা কোনও অসুবিধাই হয় না। বুড়োদা মঞ্চে যখন অভিনয় করেছেন তখন একদম মঞ্চের মতো করেই অভিনয় করেছেন। আবার যখন পর্দায় অভিনয় করছেন তখন পর্দার মতো করেই অভিনয় করছেন। দুটি মাধ্যমেই তিনি চূড়ান্ত সফল এক অভিনেতা ছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই দক্ষতার সঙ্গে অত্যন্ত সহজ সরল স্বাভাবিক অভিনয় করে গিয়েছেন। তাঁর অভিনীত অসংখ্য ছবির মধ্যে সিরিও কমিক চরিত্রগুলো আমাকে বেশি আকর্ষণ করেছে। কমেডি চরিত্রের মধ্যেও যে মাঝে মাঝে সিরিয়াস হয়ে অভিনয় করা যায়, তা বুড়োদার অভিনয় না দেখলে বুঝতেই পারতাম না।'

বাংলা ছবির ইতিহাসে একজন সার্থক বড় মাপের অভিনেতা রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন তরুণকুমার। অভিনেতা রূপে তার যে সহকারী স্বীকৃতি পাওয়ার কথা ছিল সেটা কোনও এক অজানা কারণে পাননি। কিন্তু বাংলা ছবির দর্শক তাঁকে চিরকাল মনে রাখবেন।

শুধু পর্দায় নন তিনি একজন অত্যন্ত সফল মঞ্চাভিনেতা। মঞ্চের অসাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড স্কুলিং তাঁকে পর্দায় সফল হতে সাহায্য করেছে। নাটকে তিনি অভিনয় করার সময় বিভিন্ন চরিত্রে এত সহজ সরল জলবৎ তরলভাবে করা যায় সেটা তরুণকুমারের অভিনয় না দেখলে বোঝা যেত না। বিখ্যাত পরিচালক বীরেশ চট্টোপাধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'চলচ্চিত্র এবং নাটকের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য আছে সেটা বজায় রাখা মোটেই সহজ কথা নয়। যারা নিয়মিত ছবি করেন, তাদের নিয়মিত নাটক করার সময় দুটি মিডিয়ার ওপর দখল রাখার জন্য যে ক্ষমতা প্রতিভার প্রয়োজন ছিল তা তরুণকুমারের মধ্যে একশো ভাগ ছিল।''

তরুণকুমারের ৪৫ বছরের ফিল্মী জীবনের সূচনা হয় ১৯৫৪ সালে। প্রথম ছবি 'হ্রদ'। এরপরে প্রায় ৫০ বছর একটানা বাংলা চলচিত্রের আঙ্গিনায় ৫৫০টির বেশি ছবিতে নানা ধরনের চরিত্রে দাপিয়ে অভিনয় করে গিয়েছেন। তাঁর অভিনীত অসংখ্য ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবি হল 'জীবনতৃষ্ণা', 'ইন্দ্রাণী', 'সোনার হরিণ', 'পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'শহরের ইতিকথা', 'মায়ামৃগ', 'কুহক', 'হাত বাড়ালেই বন্ধু', 'চুপি চুপি আসে', 'ঝিন্দের বন্দী', 'সপ্তপদী', 'দুই ভাই', 'দাদাঠাকুর', 'শেষ অঙ্ক', 'দেয়ানেয়া', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'সাতপাঁকে বাধা', 'অভয়া শ্রীকান্ত', 'রাজদ্রোহী', 'জীবনমৃত্যু', 'শুধু একটি বছর', 'জোড়া দিঘীর চৌধুরী পরিবার', 'কাল তুমি আলেয়া', 'শঙ্খবেলা', 'মিস প্রিয়ংবদা', '৮০তে আসিও না', 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি', 'চৌরঙ্গী','ছদ্মবেশী', 'প্রথম কদমফুল', 'এখানে পিঞ্জর', 'ধনিা মেয়ে', 'স্ত্রী', 'মৌচাক', 'ফুলেশ্বরী', 'অগ্নীশ্বর', 'সন্ন্যাসী রাজা', 'চামেলি মেমসাব','সব্যসাচী', 'দুইপুরুষ',

'দামু', 'সংসারে ইতিকথা', 'তুমি কত সুন্দর', 'পেন্নাম কলকাতা', দায়দায়িত্ব সহ ইত্যাদি।

১৯৬২ সালে সহ অভিনেত্রী সুব্রতাদেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের একটি কন্যা সন্তান। তাঁর উত্তরসূরীরূপে নাতি গৌরব ব্যানার্জী বেশ কটি ছবিতে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছেন।

তরুণকুমার অসংখ্য চলচিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য জনপ্রিয় নাটক অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হল 'নহবৎ', 'ক্ষুধা' 'হীরালাল পান্নালাল', 'আরোগ্য নিকেতন কথা', 'মামাভাগ্নে' প্রভৃতি সুপার হিট।

তাঁর নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়া এক ঘরোয়া আড্ডায় বলেছিলেন তরুণদা প্রসঙ্গে আলোচনায় বলেছিলেন 'তরুণদার সঙ্গে নাটকে অভিনয় করার সুযোগ হয়েছিল, সেই সূত্রেই অভিনয়ের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি শিখতে পেরেছিলাম। নাটক করা কাকে বলে বা নাটকের অভিনয় কিভাবে করতে হয় তা তাদের মতো বড় অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করেই জানতে পেরেছি। বাংলা চলচ্চিত্রে এবং মাধ্যমকে তরুণদার বিকল্প নেই ?? বিনা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।'

তরুণকুমার এতবড় মাপের একজন অভিনেতা এবং দর্শকের বিচারে আর জনপ্রিয়তাও খুব একটা কম ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও তার স্বীকৃতি পাওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্ত তিনি পাননি। তাঁর মূল্যায়নও বহু ক্ষেত্রে সঠিকভাবে হয়নি। সেটা কেন হয়নি বা কি কারণে হয়নি এই নিয়ে নানা প্রশ্ন অনেকের মনেই বহু সময় ঘুরপাক খেয়েছি। অনেকে অনেক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। অনেকের বহু মন্তব্যের মধ্যে বিখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক সুখেন দাসের মন্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘি খাটি না হোক কিন্তু তাকে বিক্রির জন্য চাই সুন্দর ঝাঁ চকচকে ? ও প্যাকেজিং, ভাল মার্কেটিং এবং অসাধারণ বিজ্ঞাপনের চমক। যা আজকের অধিকাংশ অভিনেতাদের মধ্যে রয়েছে। কেউ না বলুক নিজেই সবাইকে বলে যে সে নাকি স্টার আর যিনি স্টার (উত্তমকুমার) তিনি কোন দিনই বলেন নি নিজের মুখে। দর্শকরা তাকে মেগাস্টারের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন চিরকালের জন্য। বুড়োদা এই মার্কেটিং বিষয়টাতেই ছিলেন বড় অনভিজ্ঞ। চিরকালই তাই রয়ে গিয়েছিলেন আড়ালে। বর্তমানের জটিলতাকে বোঝার ক্ষমতা এবং তা প্রয়োগ করার দক্ষতা তার মধ্যে কোনকালেই ছিল না। এটা তরুণদার জীবনের একটি দুঃখময় দিক। তবে একথা ঠিক মার্কেটিং ঠিকমতো নাই বা হল, তাতে কিন্তু বুড়োদার কিছু এসে যায়নি। কারণ দর্শকরা সকলেই তাকে অভিনয় জগতে একটা নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে রেখেছেন, সেই সব হাজার হাজার দর্শকের মনের ভিতরের স্বীকৃতিটাই বড় পাওনা। সেখানে 'বুড়োদা' সকলের চোখের মণি। দক্ষিণ কলকাতার হাজরার কাছে উত্তম মঞ্চটি মূলত তার তত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘ বহুবছর তিনিই তাঁর সমস্ত দেখভাল এবং দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে কলকাতা পুরসভা এর পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। সেই মঞ্চটিকে তিনি কখনোই ব্যবসায়িক আঙ্গিকে সেইভাবে ব্যবহার করেননি। বহু সময় অনেক ছোট ছোট গ্রুপ বা দলকে অল্প অর্থের বিনিময়ে শো করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অনেক সময় সন্ধ্যার বদলে সকালে অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়েছেন। দৈনিক ভাড়াও অনেক কমিয়ে দিতেন। অনেকের ক্ষেত্রে রিহার্সালের জন্য যে চার্জ সেটাও নেননি। আসলে তিনি সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক মন নিয়ে হলটি পরিচালনা করতেন না। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত শিল্পী এবং অনেক বড় উদার মনের মানুষ। ইচ্ছে ছিল গোটা চারেক ছেলে-মেয়েকে তৈরি করে যাবেন, যারা থিয়েটার করতে জানবে, থিয়েটার কি সেটা সাধারণ দর্শককে বলতে পারবেন। সেই উদ্দেশ্যেই উত্তমমঞ্চ তৈরি। উত্তমকুমারের পাদ প্রদীপের তলায় আলোকিত হয়েও তিনি নিজের একটা স্বতন্ত্র বৃত্ত তৈরি করেছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রে উত্তমকুমার একটি যুগের নাম। ঠিক একইভাবে তরুণকুমার ও একটি যুগের নাম। শিল্পী তরুণকুমার ধরাধামে বারবার আসেন না। একবারই আসেন। যতদিন বাংলা চলচ্চিত্র চলবে ততদিন তাঁর নাম সকলে মনে রাখবে। তিনি মনে করতেন বাণিজ্যিক নাটক যদি না বাঁচে তাহলে বাংলা নাটক বেঁচে থাকতে পারে না। নাই বা পেলেন জাতীয় স্বীকৃতি। সাধারণ মানুষের ভালোবাসার স্বীকৃতির কাছে সেই স্বীকৃতি নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়। তরুণকুমার বহুযুগ ধরে বাঙালি দর্শকের মনে চির তরুণ রূপে বিরাজ করবে। এখানেই শিল্পী তরুণকুমারের সার্থকতা।

কায়স্থ কনফারেন্স

মলয় সুর : গ্লোবাল কায়স্থ কনফারেন্স ও সামাজিক সংগঠন কদম-এর যুক্ত উদ্যোগে কলকাতার ভারতসভা হলে বৃহস্পতিবার ১৬ জুন একটি সেমিনার আয়োজিত হয়। যেখানে ভারতমাতার বীর সন্তান স্বাধীনতা সংগ্রামী মাস্টারদা সূর্য সেন, বাংলার রূপকার এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় এবং ভারতের জনপ্রিয় নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের জীবনী তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্থার গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট রাজীব রঞ্জন প্রসাদ। এছাড়া হাজির ছিলেন রাগিনী রঞ্জন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার রাজ্য সভাপতি অশোক দাস।

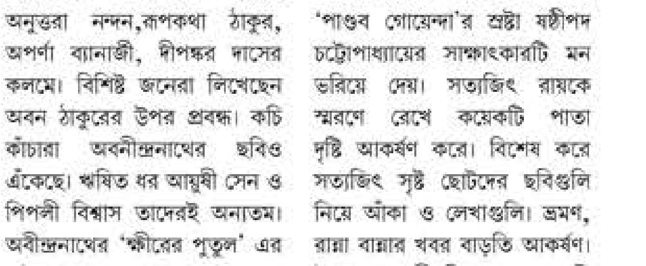

অশোকবাবু প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ভারত রত্ন, মাস্টারদা সূর্য সেনকে পদ্মভূষণ সম্মানে সমাহিত করার দাবি জানান। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্লোবাল কায়স্থ কনফারেন্স এবং কদম পশ্চিমবঙ্গ শাখা একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে কয়েকটি দাবি পেশ করেন (১) দক্ষিণবঙ্গে তারকেশ্বরে প্রফুল্ল চন্দ্র সেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। (২) উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের নামে নলেজ ইউনিভার্সিটি স্থাপন। (৩) নদিয়ার কল্যাণীতে মাস্টারদা সূর্য সেনের আইন বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা। ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা ভারতবর্ষে চলে এসেছে। তাদের জন্য শিক্ষা, চাকরি ও আর্থিক ক্ষেত্রে শতকরা ৫% সংরক্ষণ করার দাবি সরকারের কাছে করা হবে। রাজীব রঞ্জন প্রসাদ বলেন, মাস্টারদা সূর্য সেন এই মহান বিপ্লবী ইন্ডিয়ান রিভল্যুশনারী আর্মি গঠন করে ইংরেজদের পরাস্ত করে চট্টগ্রামকে স্বাধীন করেছিলেন। তার সঙ্গে বাংলার স্থপতি হিসাবে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অবদান উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের উপর আলোচনা ও তার জীবনের উপর আলোকপাত করেন। এরপরেই প্রেস ক্লাবে একটি প্রেস মিট হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত কর্ণ, বিপিনেশ পাণ্ডে রাজীব কুমার শ্রীবাস্তব, মানিক দাস, দীপক দাস, সঞ্জীব কর্ণ, সত্য নারায়ণ পাণ্ডে প্রমুখ।

নজর কেড়েছে চন্দ্রার সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত বাঘবাড়ি কানাইপুর পঞ্চায়েতের অধীনে এলাকার বাসিন্দা এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম চন্দ্রা মাজির। নুন আনতে পান্তা ফুরনো অবস্থা। দিন আনা দিন খাওয়া অবস্থা। তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়সে বাবার মৃত্যু হয়। হুগলির জাঙ্গিপাড়া থেকে দুই মেয়েকে নিয়ে মা আশাদেবী তারকেশ্বরে চলে আসেন। মামার বাড়িতে এক চিলতে ঝুপড়ি ঘরে দিন শুরু হয় চন্দ্রার। দিদি বাসন্তী পাকিড়ার হরিপালে বিয়ে হয়। মা আশাদেবী ও দিদিমা চিন্তামণি মণ্ডল কোনও ক্রমে সংসার চালান। চন্দ্রার স্কুলের স্পোর্টস থেকে ওর পুরস্কার পাওয়া শুরু। ঠিকমতো খাবার জোগাড় হয় না। একসময় খেলার রানিং শু, পোষাক কিনে দেওয়ার সামর্থ ছিল না। জাতীয় দলের কোচ শিবপ্রসাদ ধাড়া খুবই অসুস্থ তিনি পারকার্সন রোগে ভুগছেন। তার সহকারী কোচ অনুপ দাসের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে তারকেশ্বর কোচিং সেন্টারের অধীনে কঠোর অনুশীলেন রয়েছেন। ২০১৬ সালে কলকাতার সাই কমপ্লেক্সে রাজ্যস্তরে ৪০০ মিটার ও ১০০ মিটার হার্ডলসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সাই কমপ্লেক্সে রাজ্য স্কুল স্তরের প্রতিযোগিতায় ৪০০ ও ১০০ মিটার হার্ডলসে প্রথম ও ৪০০ মিটার রিলেতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। ২০১৭তে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ৪০০ মিটার হার্ডলসে প্রথম স্থান পায়। ওই বছরই ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ৪০০ মিটার হার্ডলসে ও ৪০০ মিটার রিলেতে প্রথম স্থান পায়। কলকাতায় রাজ্যস্তরে গেমসে ৪০০ ও ১০০ মিটার হার্ডলসে দুটি ইভেন্টেই প্রথম স্থান পায়। ২০১৮ সালে গুজরাটে আয়োজিত ন্যাশনালে ৪০০ মিটার হার্ডলসে সপ্তম স্থান হয়। ওই বছরই স্কুল ন্যাশনালে ৪০০ মিটার হার্ডলসে পঞ্চম স্থান ও ১০০ হার্ডলসে সপ্তম স্থান অধিকার করে। চন্দ্রার কথায়, মা ও দিদিমা ক্ষেত মজুরের কাজ করে আমার পড়াশোনা ও খেলার খরচ চালানো চেষ্টা করেন। পুষ্টিকর খাবার ও উপযুক্ত পোশাকের খুবই প্রয়োজন দৌড়ের জন্য। যদিও তার কোচ অনুপ দাস অনেকটাই অভাব পূরণ করে চলেছেন। তিনি মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মোহনবাগান ক্লাবের স্পোর্টসে চন্দ্রা ১০০ মিটার হার্ডলসে প্রথম ও ২০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান হয়। মে মাসে সাই কমপ্লেক্সে ৪০০ মিটার হার্ডলসে প্রথম, ১০০ মিটার হার্ডলসে প্রথম ও ২০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয়। চেন্নাইয়ে সিনিয়র ন্যাশনালে ৪০০ মিটার হার্ডলসে পঞ্চম পজিশন হয়। আগামী সেপ্টেম্বরে সে ন্যাশনাল মিট করতে যাবে তারই প্রস্তুতি শুরু করেছে। তার আদর্শ অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন। ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সুনাম অর্জন করে চলেছে।

ইউরোপ থেকে ফুটবলের ভরকেন্দ্র সরবে কী?

অরিঞ্জয় মিত্র

এক বিশ্বকাপ গিয়ে আরেক বিশ্বকাপ আসে। তাও বিভিন্ন মহলে বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা পুরোপুরি থিতিয়ে যায় না। মাঝেমধ্যে ঠেকের আড্ডায় তাই ঘুরে ফিরে চলে আসছে ওয়ার্ল্ড কাপ প্রসঙ্গ। বিশেষ করে প্রিয় টিমগুলি মুখ থুবড়ে পড়লে যে শোকের আবহ তৈরি হয় তা বলাইবাহুল্য। তাও নতুন শক্তির উত্থানে বেজায় খুশি হয় ফুটবল বিশ্ব। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স যে ফুটবল দুনিয়ার অন্যতম ভরকেন্দ্র হয়ে উঠবে তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। জার্মান, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার বাইরে তাই নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ফ্রান্স আরও এক মহাশক্তি হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে। হবে নাই বা কেন। ইউরোপীয়ান বলয়ে জার্মান, ইতালির পরেই তো ফরাসীদের পারফরমেন্স। দু-দুবার বিশ্বকাপ জেতা কী চাট্টিখানি কথা নাকী?

গতবার সকলের হৃদয় জিতে নেওয়া ক্রোয়েশিয়ার সমর্থক হিসেবে নবীন প্রজন্মের একটা বড় অংশ যে গলা ফাটাবে তাও নিশ্চিত। একটাই সমস্যা ক্রোয়েশিয়ার মতো দেশের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। যদি এই পারফরমেন্স ধরে রাখতে পারে গতবারের রানার্স-আপ দলটি আর এখনকার তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক নতুন হিরো উঠে আসে তবে বারবার বিশ্বকাপে ফের মাতিয়ে তুলতে পারে লাল-সাদা জার্সিধারীরা।অঘটনের খেলায় সবাইকে ছাপিয়ে গেছে ক্রোয়েশিয়া। এত ছোট একটা দেশ যেভাবে ফাইনালে পৌঁছেছে তা নিশ্চিতভাবে রেকর্ড। এটা ঠিক প্রতি বিশ্বকাপেই এমন চমক সৃষ্টিকারী এক-দুটি দল থাকে। কিন্তু বৈশিষ্ট হল এখানে একদম নিচের সারিতে থাকা টিমগুলিও মরণ কামড় দিয়েছে, লড়ে গিয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্সের কাছে ৩-৪ গোলে হার ও রানার্স ক্রোয়েশিয়ার হাতে আর্জেন্টিনার ০-৩ পর্যুদস্ত হওয়াকে তাই অতটা দোষ দিচ্ছে না কেউই। ক্রোয়েশিয়ার এই উত্থানে সারা বিশ্বের মতো উল্লসিত ভারত তথা বাংলাও। বস্তুত, ভারতীয় ফুটবলের মক্কা বলে পরিচিত কলকাতায় ক্রোট সমর্থক যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাও পরিস্কার।

সারা বিশ্বের ফুটবল ভক্তরাই বোধহয় চেয়েছিলেন আর্জেন্টিনা আরও একটা সুযোগ পাক। ব্রাজিলের অন্ধ ভক্ত বা পাঁড় জার্মান সমর্থকদেরও দেখা গেল মেসির জন্য আকুল হয়ে উঠতে। সেসব স্বপ্নের দাম দিয়ে আর্জেন্টিনা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হতে পেরেছিল ফ্রান্সের। একইভাবে ব্রাজিল যাতে আরও ওপরে উঠতে পারে সেটা যে কোনও ফুটবল ভক্তেরই কাম্য ছিল। কিছু কুঁচুটে সমর্থক অবশ্য রয়েছে সব পক্ষেই যারা নিজেদের টিম হারার পর অন্য দলের জয় সহ্য করতে পারে না। তাদের কথা এই আলোচনাতেই নাই বা টানা হল। মূলত যাঁরা ফুটবল ভালোবাসেন, ভালো খেলার সমঝদার তাঁদের কাছে যে কোনও বড় টিমের পরাজয়ই ইন্দ্রপতনের মতো। আবার নতুন দেশের উঠে আসাকেও খোলা মনে স্বাগত জানাচ্ছেন তাঁরা। আফ্রিকার সিংহ সেনেগাল, বা এশিয়ার সূর্য জাপান যেভাবে পদে পদে চমক সৃষ্টি করেছে তাতে বিশ্বকাপের টিআরপি-টা সাংঘাতিক রকম চড়তে শুরু করেছে।

গ্রুপ লিগ থেকেই গতবার ছিটকে গিয়েছিল ৪ বারের বিশ্বজয়ী জার্মানি। শেষ ষোলোয় হেরে বিদায় নিয়েছিল বিশ্বের সেরা ফুটবলার মেসির নেতৃত্বাধীন ২ বারের বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনাও। আর কোয়ার্টার ফাইনালে সবাইকে কাঁদিয়ে টা টা জানিয়েছিল ৫ বারের বিশ্বজয়ী ব্রাজিল। আরও এক বিশ্বজয়ী দেশ স্পেনেরও পতন ঘটেছিল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে। ফ্রান্সকে বাদ দিলে আরও ২টি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তকমাধারী দেশ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছে। এরা হল ১৯৬৬-র চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দুবার বিশ্বকাপ জেতা উরুগুয়ে। এদের মধ্যে শেষ ল্যাপে ফরাসী বিপ্লবে সবাই যে এভাবে ধরাশায়ী হবে এটা মনে হয় ফুটবল বিশেষজ্ঞ থেকে সমর্থক কেউই ভাবতে পারেন নি।

শেষ ষোলোর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে যে নেপোলিয়নের দেশ হারাতে পেরেছিল তার জন্য কৃষ্ণকায় তরুণ এমবাপের কথা বিশেষভাবে বলতে হবে। তার পাগলের মতো দৌড় ২-১ লিড নেওয়া আর্জেন্টিনাকে শেষ ল্যাপে ছিটকে দিয়েছিল বিশ্বকাপ থেকে। মিশেল প্লাতিনি, জিনেদিন জিদান, তিগানাদের সাম্রাজ্যে এমবাপে যে নতুন সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন তাও বোঝা গিয়েছে গতবারের বিশ্বকাপে। নিজের নামের প্রতি সুবিচার করে ফাইনালেও গোল করে ফের হিরো বনে যান এই ফরাসী তরুণ। কাতার বিশ্বকাপের আগে তেমন ফর্মে দেখা যাচ্ছে না এমবাপে'পে। তবে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বকাপ অন্য লড়াই। সেখানে এমবাপে বা করিম বেঞ্জিমাদের সেরাটাই পেতে চলেছে ফুটবল বিশ্ব।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

দক্ষিণ কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশের সাথে সাথে সাড়ম্বরে পালন করা হলো আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। অষ্টম বর্ষের এই যোগ দিবসে 'থিম' ছিল 'যোগা ফর হিউম্যানিটি' নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সাথে যৌথভাবে কয়েকশো ছেলে মেয়েদের নিয়ে সাউথ সিটি স্কুলে আয়োজন করে যোগ দিবস। শরীর মন ভালো রাখার অব্যর্থ ঔষধ যোগাসন। এশিয়ান যোগা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদক উজ্জ্বল কুমার ঘোষ সকল ছেলে মেয়েদের কিছু কিছু যোগা শেখান। এবং সকলে একসাথে যোগা প্রশিক্ষণে মেতে ওঠেন। স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অন্তরা চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক জন অ্যানড্রু বাগল, ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি মৌসুমী দাস, নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা আধিকারিক অন্তরা চক্রবর্তী, উজ্জ্বল কুমার ঘোষ এবং নিবেদিতা ঘোষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। সকল অতিথি তাদের ভাষণের মাধ্যমে যোগার উপকারিতা সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। গানের সাথে সাথে যোগার মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করে প্রিয়ম সিং, প্রীতি সিং সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও কালীঘাট মিলন সঙ্ঘ প্রদীপ পোড়ে গ্রুপ এবং এশিয়ান যোগা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছাত্রীরা সমবেত ভাবে যোগা নৃত্য এবং যোগার মাধ্যমে মানুষ পিরামিড সকলের সামনে পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল এপিসি রয় পলিটেকনিক কলেজের ছাত্রছাত্রীসহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও। যোগা প্রশিক্ষক অলোক সাহু যোগা দিয়ে কীভাবে শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায় তা সকলের সামনে তুলে ধরেন। সব শেষে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় এবং স্কুলের এনসিসি ক্যাডেডদের দ্বারা জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় অনুষ্ঠান।

বজবজ-২ ব্লকের সাউথ বাওয়ালীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২১ জুন অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপিত হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সাউথ বাওয়ালীর কালীনগর সাবমেরিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় যোগা দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমের রিজিওনাল ডিরেক্টর বিনয় কুমার। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর সুদৃশ্য মেমেন্টো দিয়ে সংবর্ধিত করেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেবকে। এছাড়াও যাঁরা সংবর্ধনা পান তারা হলেন এন এস এসের রিজিওনাল ডিরেক্টর বিনয় কুমার, শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই , জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, সদস্যা শিখা রায়, সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ড. তরুণ রায়, কামিনী কুমার গুছাইত, সাংবাদিক কুনাল মালিক প্রমুখ।

যোগার উপর সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ দাস। প্রায় ৩০০ জন মানুষ যোগা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে যোগা করার জন্য সকলের মনে প্রভাব ফেলে। বিকাল ৩টা থেকে ছিল যোগ ব্যায়াম প্রতিযোগিতা। প্রায় ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। আর ছিল সুন্দর যোগা নৃত্যের অনুষ্ঠান। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যোগা দিবস উদযাপিত হয়। বজবজের বিধায়ক এই যোগা দিবস উদযাপনের জন্য বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র এবং সাবমেরিন ক্লাবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতালে

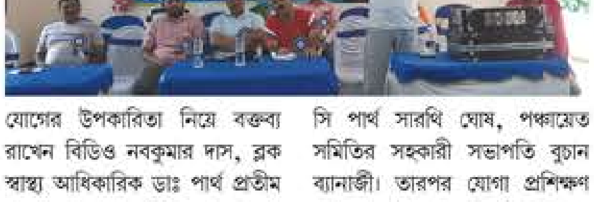

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির (আয়ুষ শাখা) উদ্যোগে এবং লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় বজবজ-২ নম্বর ব্লকের মুচিশায় অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপিত হল গত ২১ জুন। প্রায় ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যোগা প্রশিক্ষণে অংশ নেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ দাস। যোগের উপকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিডিও নবকুমার দাস, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পার্থ প্রতীম সরকার, নোদাখালী থানার আই সি পার্থ সারথি ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী। তারপর যোগা প্রশিক্ষণ দেন এনআইএস কোচ প্রবীর মণ্ডল।

বয়স বাধা নয়, প্রমাণ দিচ্ছেন কার্তিক-নাদালরা

পারঙ্গম শাস্ত্রী

খেলাধুলার জন্য বয়স একটা নামমাত্র ফিগার সেটা এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়ে চলেছে। প্রথমেই শুরু হোক ক্রিকেট দিয়ে। যে বয়সে প্যাড,গ্লাভস গুছিয়ে রেখে অবসরকালীন জীবন কাটানো উচিত সেই ৩৭-৩৮ বছর বয়সে রীতিমতো ধমাকা করছেন ভারতের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান দীনেশ কার্তিক। বস্তুত, কয়েক বছর আগেও কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক হিসেবে দীনেশ খুব একটা সুবিধেজনক কিছু করে উঠতে পারেন নি। বিশেষ করে গৌতম গম্ভীরের আমলে কেকেআর যে গরিমা পেয়েছে তা কার্তিকের আমলে প্রায় ধুলোয় মিশে যাচ্ছিল। অনেক প্রাক্তন তারকাই তখন মনে করছিলেন, দীনেশ কার্তিকের কেরিয়ার শেষ। অথচ সবাইকে অবাক করে ২০২২ এর আইপিএলের আসরে নিজের নতুন দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে দুরন্ত ব্যাটিং করেছেন দীনেশ। শুধু আরসিবি বলেই নয়, কার্তিকের কেরামতি টেক্কা দিয়েছে দুনিয়ার আচ্ছা আচ্ছা তারকাদের।

আইপিএলে যেখানে ইতি টেনেছেন, ঠিক সেই জায়গা থেকেই যেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ শুরু করেছেন দীনেশ কার্তিক। কার্তিকের ওপর ভর করেই ০-২ পিছিয়ে থাকা অবস্থা থেকে সিরিজ ২-২ ড্র করেছে টিম ইন্ডিয়া। অপর এক উইকেটকিপার তারকা তথা রোহিতদের মতো সিনিয়রদের অনুপস্থিতিতে ভারতের অধিনায়কত্ব করা ঋষভ পন্থ যেখানে চরম ব্যর্থ সেখানে দীনেশের ব্যাটিংয়ে রানের ফুলঝুরি।

ক্রিকেটে দীনেশ কার্তিক মধ্য তিরিশে যা সফল করেছেন খেলোয়াড়ি জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে তা করে দেখাচ্ছেন আরও এক তথাকথিত বয়স্ক লেবেল আঁটা টেনিস কিংবদন্তী রাফায়েল নাদাল। চার গ্র্যান্ডস্ল্যাম টুর্নামেন্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং ফরাসী ওপেন পরপর জিতে টেনিস সার্কিটে

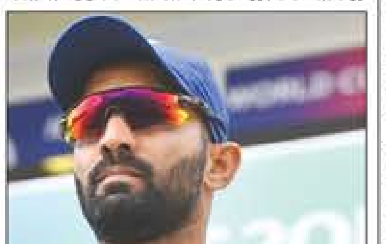

সাড়া ফেলেছেন নাদাল। বয়সটা যে তাঁর কাছে কিচ্ছু নয় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন রাফায়েল। আসন্ন উইম্বলডন জেতার ব্যাপারেও একশো শতাংশ আশাবাদী নাদাল। যদিও উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে বয়স একটা সমস্যা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দেখা যাক এবারেও তাঁদের মুখে ঝামা ঘষে দিতে পারেন কীনা নাদাল? মহিলাদের টেনিসেও বয়সের বাধাকে ঠেলে সরিয়ে দুরন্ত পারফর্ম করছেন কৃষ্ণাঙ্গ তারকা সেরিনা উইলিয়ামসও।

হাসপাতালে যোগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : মঙ্গলবার ছিলো আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সারা দেশের সাথে মথুরাপুর ২ নং ব্লকের রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে মানবতার জন্য যোগ এই ভাবনাকে সামনে রেখে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার নির্দেশে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনকরা হল। কোভিড মহামারী চলাকালীন যোগব্যায়ামের দুর্দান্ত ভূমিকা প্রতিফলিত করার জন্য এই দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কোভিড সময়ে যোগব্যায়াম মানুষকে কেবল তাদের বিবেক বজায় রাখতেই সাহায্য করেনি বরং তাদের কষ্টও কমিয়েছে। যোগব্যায়াম শুধুমাত্র একটি ব্যায়াম নয়, এতে মননশীলতা, আধ্যাত্মিকতা, শান্তি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদিন এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর ২ নং ব্লকের যুগ্ম বিডিও পার্থ রায়, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তাপস দাস, বিপিএইচএন অর্চনা ঘোষ,পিএইচএন আরতী শাস্ত্রী, রায়দীঘি ও ডায়মন্ড হারবার জেলা স্বাস্থ্য দফতরের একাধিক আধিকারিক বৃন্দ। অন্যদিকে এদিন ডায়মন্ড হারবার নেহরু যুব কেন্দ্রের সহযোগিতায়, মথুরাপুর ২নং ব্লকের খাড়ী কোকোনাট ফার্মাস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ৮ তম যোগা দিবস পালন করা হল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্যা সীমা হালদার, প্রাক্তন শিক্ষক নিরঞ্জন চক্রবর্তী, প্রাক্তন শিক্ষক অমরেন্দ্রনাথ হালদার, সমাজ সেবক মঙ্গল হালদার, অঙ্কন শিক্ষক ভোলা চক্রবর্তী, যোগা বিশেষজ্ঞ পুতুল হালদার ও পুষ্প হালদার সহ আরো অনেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। এদিনের অনুষ্ঠানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের চেতনা বাড়াতে যোগার উপর অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। পরে যোগ ব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা রাখেন যোগা বিশেষজ্ঞ পুতুল হালদার ও পুষ্প হালদার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সুরঞ্জন চক্রবর্তী বলেন নেহরু যুবকেন্দ্র আজ গ্রাম স্তর থেকে অঞ্চল স্তর, ব্লক স্তর, রাজ্য স্তরের ক্লাব সংগঠনের যুবকদের দ্বারা সারা দেশ জুড়ে যোগা দিবস পালন করছে। যোগার মাধ্যমে শরীর মনকে সুস্থ রাখা যায়। নিয়মিত যোগা করুন সবাই সুস্থ থাকুন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে ডায়মন্ড হারবার নেহরু যুব কেন্দ্রের সহযোগিতায় মথুরাপুর ২ নং ব্লকে বেশ কয়েকটি ক্লাব সংগঠনের হাতে ফুটবল ও ভলিবল তুলে দেওয়া হয়।এদিকে অষ্টম বর্ষ বিশ্ব যোগা দিবস পালিত হলো জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বাইশহাটা অঞ্চলের ঘোষেরচক গ্রামের ঘোষের চক শিবালয় মন্দিরে। প্রায় ৪২ জন স্কুল ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিল এই বিশ্ব যোগ দিবসে।

না-মানুষও শামিল যোগ দিবসে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার বিশ্বজুড়ে পালিত হল ৮ম বর্ষ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সারা দেশের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিনটি পালন করা হয়েছিল। পাশাপাশি জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এদিনটি উদযাপন উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় শতাধিক দলীয় কর্মী-সমর্থক শামিল হয়েছিলেন। তবে, বর্ধমান শহরে একাধিক না-মানুষের সক্রিয় উপস্থিতিতে এদিনটি উদযাপন এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। বর্ধমান শহরের অর্ণব দাস দীর্ঘদিন ধরেই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবজগত সহ পরিবেশের স্বার্থে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। যে কারণে বর্ধমান শহর সহ আশপাশ এলাকায় একজন পশুপ্রেমী রূপে তাঁর বেশ নামডাকও রয়েছে।

সেই অর্ণব দাস তার প্রিয় শহরে একাধিক না-মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে শামিল হয়েছিল। এই অবলা সারমেয়রা যোগ দিবসে তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি থেকে পুরোপুরি বাধ্য ছাত্রের মতো একাধিক আসন প্রদর্শন করে তাক লাগিয়ে দেয়। যোগাসনে উভয়ের একাগ্রতা দেখে মনে হল যেন 'গুরু-শিষ্য' পরম্পরার এ'এক অনন্য নজির।

এদিকে, পূর্ব বর্ধমান স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কাটোয়া শহরে এদিন সকালে যোগ প্রদর্শনী এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিল জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর সহ আয়ুষ বিভাগ। এদিনটির প্রচারার্থে একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে এনডিএ জোট ক্ষমতায় আসার পর সেবছরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী রাষ্ট্র সংঘের অধিবেশনে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘোষণা করার জন্য একটি প্রস্তাব রাখেন। পরবর্তীতে সম্মিলিত আলোচনার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘ প্রতি বছর ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই থেকে বিশ্বের শতাধিক দেশ প্রতিবার এই বিশেষ দিনটি উদযাপনে শামিল হয়।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com